NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ সৌরভের বায়োপিকে নায়ক আয়ুষ্মান

টেনিসে সোনার হাতছানি, মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে বোপান্না-ঋতুজা ৮

কলকাতা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১২ আশ্বিন ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 30.9.2023, Vol.17, Issue No.111, 8 Pages, Price 3.00

আত্মবিশ্বাসের অভাব! তদন্ত থেকে ইডি আধিকারিককে সরালেন বিচারপতি সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তদন্তকারীর ভূমিকা ফের প্রশ্নের মুখে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসার মিথিলেশ কুমার মিশ্রকে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। শুক্রবার তিনি ইডিকে জানিয়ে দেন, আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকায় মিথিলেশকুমারকে সরিয়ে ৩ অক্টোবরের তদন্তে উপযুক্ত অফিসারকে পদক্ষেপ করতে হবে।

আগামী ৩ অক্টোবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ইডি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তিনটি এলাকায় তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। আলিপুরে 'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস' নামে সংস্থার দফতরেও যান ইডি আধিকারিকেরা। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। জানা গিয়েছে, তদন্তের সূত্রেই আগামী মঙ্গলবার অভিষেককে ডেকেছে ইডি।

নিয়োগ দুর্নীতি সেই বিষয়েও কারও নাম না করে বিচারপতি বলেছেন, ৩ অক্টোবর যে সমন পাঠানো হয়েছে, তা যেন কোনওভাবেই নড়চড় না হয়, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে হবে।

তবে, নিয়োগ দুর্নীতির মামলার থেকে মিথিলেশকে সরিয়েই থেমে থাকেননি বিচারপতি। তাঁর ভূমিকায় এতটাই অসন্তুষ্ট বিচারপতি অমৃতা সিনহা যে রাজ্যের কোনও তদন্তের দায়িত্বই যাতে মিথিলেশকে না দেওয়া হয়, এমন নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। বিচারপতি সিনহা এদিন মন্তব্য করেন, 'মিথিলেশ কুমার একেবারেই আত্মবিশ্বাসী নন তদন্তের ব্যাপারে। আদালত তাঁর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে।' বিচারপতি সিনহা নির্দেশ দেন, এই তদন্তের জন্য দ্রুত অন্য তদন্তকারী অফিসারকে নিযুক্ত করতে হবে।

এদিকে এদিন আদালতে চাকরিপ্রার্থীদের পক্ষের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এদিন আদালতে, ৩ অক্টোবর সমন পাঠানোর বিষয়টি উত্থাপন করেন। কারও নাম না করেই বলেন, 'ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন ইডিকে কে কেয়ার করে? স্টপ মি ইফ ইউ ক্যান।' এই প্রসঙ্গে এদিন বিচারপতি সিনহা ইডিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ইডির পাঠানো সমনের যদি কেউ বিরোধিতা করেন, সেক্ষেত্রে যেন কড়া পদক্ষেপ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, 'প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে যে মানি ট্রেলের তদন্ত ইডি করছে, সেই তদন্ত থেকে মিথিলেশ কুমারকে অব্যাহতি দিয়েছেন বিচারপতি। একইসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি এই রাজ্যের কোনও তদন্তে আর অংশ নিতে পারবেন না। ইডির ডিরেক্টরকে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৩ তারিখ যে তদন্ত প্রক্রিয়া রয়েছে, তা যেন কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়।'

ইডি-র ডাকে সাড়া নয়, দিল্লিতে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতেই যাবেন অভিষেক, ছুড়লেন চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লির কর্মসূচি সেরে ইডির তলবে যেতে পারবেন না তিনি। সাফ জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩ অক্টোবর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সূত্র ধরে উঠে আসা লিপস অ্যান্ড বাউন্ড সংস্থা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদে অভিষেককে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থা।

তৃণমূলের দাবি, তাদের ঘোষিত কর্মসূচির দিন ধরে ধরে অভিষেককে ডেকে পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। শুক্রবার এ নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি বিস্তারিত বিবৃতি দিয়েছেন অভিষেক। সেই পোস্টের শেষাংশে ইংরেজিতে লেখেন, 'স্টপ মি ইফ ইউ ক্যান।' অর্থাৎ, পারলে আমায় আটকান। এদিকে, শুক্রবার একটি মামলায় নাম না করে বিচারপতি সিনহা ৩ অক্টোবরের তলব নিয়ে কড়া পদক্ষেপের পক্ষেই সম্মতি দিয়েছেন।

অভিষেকের নাম না-নিয়েও ইডিকে বিচারপতির নির্দেশ, ৩ অক্টোবরের তদন্ত বা অনুসন্ধান যেন

কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তার জন্য যে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে। এদিকে, শুক্রবার নিজেই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নোটিসে সাড়া দিচ্ছেন না তিনি। তৃণমূলের তরফ থেকে যে কর্মসূচি রয়েছে তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে দিল্লিতে যাচ্ছেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'সব বাধার মধ্যেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে। পারলে আমাকে আটকে দেখান।'

এর আগে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যাণ্ডেলে তিনি লেখেন, আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। বৃহস্পতিবারই এ সংক্রান্ত নোটিস পৌঁছেছে তাঁর কাছে। এদিকে ২ ও ৩ অক্টোবর অভিষেকের দিল্লির কর্মসূচি বহুদিন আগেই নির্ধারিত। এরপরই দিল্লিতে তৃণমূলের এই ধর্না কর্মসূচি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে।

এর আগে ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকের দিন ইডি ডেকে পাঠিয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তলব নিয়ে সে সময় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে তৃণমূল দাবি করেছিল, অভিষেককে ভয় পেয়ে, তাঁকে আটকাতে এভাবে আগাম বৈঠকের সূচি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ডাকল। যদিও সে সময় দিল্লি যাননি অভিষেক। বদলে ইডির ডাকে সিজিও কমপ্লেক্সেই হাজিরা দেন। তবে এবার তাঁর দাবি, মানুষের প্রাপ্যর লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি। তাই দিল্লি যাবেন বাংলার দাবি আদায়ে।

ডাকাতি করতে এসে গুলি, ড্রোন উড়িয়ে ধানজমি থেকে ৫ দুষ্কৃতীকে ধরল পুলিশ

ডাকাত ধরতে ধানজমিতে চলছে পুলিশি তল্লাশি।

মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম: পুরোটাই নাটকীয়। সোনার দোকান খুলতেই ক্রেতা সেজে এসে লুঠপাটের চেষ্টা। বাধা দেওয়ার স্বর্ণব্যবসায়ীকে গুলি। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ খড়্গপুর শহরের গোলবাজারে ডাকাতির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কার্যত সিনেম্যাটিক কায়দায় দুষ্কৃতীদের ধরল পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নয়, ডাকাত ধরতে সাহায্য করল ড্রোন। এখানেও ডাকাতির চেষ্টার পিছনেও বিহার-যোগ পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, ধৃতেরা প্রত্যেকেই বৈশালী জেলার বাসিন্দা। ধৃতেরা হল রসন কুমার, সুজিত কুমার, নবীন কুমার, প্রকাশ কুমার ও গৌরব সিং।

জানা গিয়েছে, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ জনবহুল গোলবাজারে সোনার দোকান সবে খুলেছিল। সে সময় একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। ৪ জন ক্রেতা হিসেবে দোকানে ঢোকে। এদিকে তাঁদের হাবেভাবে সন্দেহ হয় দোকানের কর্মীর। তা বুঝতে পারে দুষ্কৃতীরা। আচমকা তারা লুঠপাটের চেষ্টা করলে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন দোকানেপ মালিক আশিসকুমার দত্ত। তিনি চিৎকার করতেই দুষ্কৃতীরা গুলি ছোড়ে। গুলি লাগে তাঁর গায়ে। সূত্রের খবর হাতের কাছে পাওয়া কিছু গয়না নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গয়নার দোকানের মালিক আশিসকুমার দত্ত।

এদিকে জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি চলা ও ডাকাতির ঘটনা চাউর হতেই তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারের নেতৃত্বে শুরু হয় জেলা জুড়ে চিরুনি তল্লাশি। ঘটনার পর লিংক রোডগুলিতে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ডাকাত দলটি খড়্গপুর শহর থেকে কলকাতা-মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে লোধাশুলির দিকে রওনা দিয়েছিল। তাদের ধাওয়া করে না পুলিশ।

তখন শুরু হয় সাঁড়াশি অভিযান। একদিকে ডাকাতদের গতিবিধি জানতে ওড়ানো হয় ড্রোন। অন্য দিকে, বিভিন্ন থানার পুলিশ চারপাশ ঘিরে ফেলা হয়। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। শেষ পর্যন্ত বেলিয়াবেড়া থানার বালিয়া এলাকায় ধান জমি থেকে ৫ জনের সন্ধান মেলে ড্রোন উড়িয়ে। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। পাঁচ দুষ্কৃতীদের

খড়্গপুর

খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। অন্য দিকে, পুলিশ পিছু নিয়েছে দেখে ফেকো মোড়ের কাছে জাতীয় সড়ক থেকে বাঁদিকে ঢুকে পড়ে ডাকাত দলের গাড়ি। তার পর গোপীবল্লভপুর হয়ে ওড়িশার দিকে গাড়ি ছোটায় তারা। এদিকে ডাকাত ধরতে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক-সহ বেলিয়াবেড়া থানার রাণ্টুয়া এলাকায় একটি পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায়। তারা সেখানে ব্যারিকেড তৈরি করে। একটি সাদা রঙের গাড়িকে সন্দেহ হয় তাদের। এদিকে বিপদ বুঝে গাড়ি থেকে নেমে পাঁচ জন দৌড় শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধাওয়া করে পুলিশ। কিন্তু ধানজমিতে লুকিয়ে পড়ায় তাদের হদিশ পাচ্ছিল গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় গোপীবল্লভপুর থানায়। সেখান থেকে তাদেরকে তুলে দেওয়া হয় মেদিনীপুর জেলা পুলিশের হাতে। ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ আধিকারিকরা, গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও কৃষ্ণ গোপাল মিনা, গোপীবল্লভপুর থানার আইসি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলিয়াবেড়িয়া থানার ওসি সুদীপ পালোধী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন, 'এটা ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের বড় সাফল্য। ডাকাত দলকে ধরার জন্য পুলিশের যে বিশেষ টিম অপারেশন চালিয়েছে তাদেরকে ৬০ হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হবে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।'

নিম্নচাপের জেরে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ, বৃষ্টি উত্তরবঙ্গেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজো দোরগোড়ায়। সপ্তাহান্তে যখন পুজোর বাজার নিয়ে দু'পয়সা লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা তখন ফের জল ঢালতে চলেছে নিম্নচাপ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব এবং সংলগ্ন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল। শক্তি বাড়িয়ে সেটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে ওড়িশা এবং বাংলা উপকূলের দিকে এগোতে পারে। তার জেরেই শুক্রবার থেকে আগামী ৩ অক্টোবর রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। এরই পাশাপাশি ভারী বৃষ্টি হবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমানেও।এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

এরপর ১ তারিখে পশ্চিমের জেলাগুলি বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হবে। ২ তারিখের পর থেকে ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হবে। আগামী দু'দিন হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে। ৩ ও ৪ তারিখ উত্তরবঙ্গের ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তিন ও চার তারিখ দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বৃষ্টির জেরে ভূমি ধসের সম্ভাবনার আশঙ্কাও করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে এই বৃষ্টির জেরে নদীর জল স্তর বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মেঘলা আকাশ রয়েছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। কলকাতাতেও দুপুরের পর থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার প্রবল বৃষ্টি হবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে। সোমবার বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ। মঙ্গলবার বৃষ্টিতে ভাসবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা।

বালুচিস্তানে বিস্ফোরণ মৃত্যু অন্তত ৫০ জনের

বালুচিস্তান, ২৯ সেপ্টেম্বর: ফের ধর্মীয় জমায়েতে বিস্ফোরণ। শুক্রবার পাকিস্তানের বালুচিস্তানে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫০ জনের। প্রাথমিকভাবে একে মানববোমার হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।

পাক সংবাদপত্র 'দ্য ডন' জানাচ্ছে গুরুতর আহতের সংখ্যা ১৩০-এরও বেশি। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক ডিএসপি-সহ বালুচিস্তান পুলিশের কয়েক জন কর্মী। মাস্তংয়ের সহকারী কমিশনার (এসি) আত্তাহুল মুনিম জানিয়েছেন, আলফালাহ রোডে মদিনা মসজিদের সামনে ঈদ-ই-মিলাদুন উৎসবে আয়োজিত মিছিলের জমায়েতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বেশ কিছু যানবাহন এবং আশাপাশের কয়েকটি দোকানেরও ক্ষতি হয়েছে। মুহূর্তে চারদিক বদলে যায়। শুধু রক্ত আর রক্ত। আর মানুষের আর্তনাদ। এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি।

দিল্লির বিশেষ ট্রেন পেল না তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেষ মুহূর্তে দিল্লি যাত্রার জন্য বিশেষ ট্রেন বাতিল করল রেল। শনিবার সকাল ৮টায় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার কথা। তার আগের রাতে জানা গেল, দিল্লি যাওয়ার বিশেষ ট্রেনের অনুমোদনই মেলেনি। সোম ও মঙ্গলবার দিল্লিতে রয়েছে তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি। বিশেষ ট্রেনে করে দিল্লি যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিস। শাসকদল সূত্রে জানা গিয়েছিল, ২২ বগির একটি এক্সপ্রেস ট্রেন বুক করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় জানা যায়, পূর্ব রেল এমন কোনও বিশেষ ট্রেন দিচ্ছে না। তবে রেলের পক্ষে তৃণমূলকে কোনও চিঠি দেওয়া হয়নি। পূর্ব রেলের পক্ষে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে ভারতীয় রেলের অধীনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কেটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড (আইআরসিটিসি)-কে। সেখানে রেল জানিয়েছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের জন্য আইআরসিটিসি যে ট্রেন চেয়েছে তা এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

এশিয়ান গেমসে শুটিং-এ সোনা, রুপো ভারতের

বেজিং, ২৯ সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসের শুটিং-এ জয়জয়কার ভারতীয় মেয়েদের। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে সোনা জিতলেন ১৭ বছর বয়সি পলক গুলিয়া। ওই একই বিভাগে রুপো পেলেন ভারতের এষা সিং। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই স্থানই গেল ভারতের দখলে।

পলক এবং এষা ফাইনালের শুরু থেকেই প্রথম তিনের মধ্যে ছিলেন। শেষ তিনের লড়াইয়ে পাকিস্তানের কিশমালা হেরে যেতেই ভারতের সোনা এবং রুপো নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে কে কোন পদক পাবেন তা তখন নিশ্চিত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৭ বছরের পলকই জিতে নেন সোনা। রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় এষাকে। পলক সোনা জেতেন ২৪২.১ পয়েন্ট স্কোর করে। গেমসের রেকর্ড (২৪০.৩) ভেঙে দেন তিনি। এষা পান ২৩৯.৭ পয়েন্ট। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন পাকিস্তানের কিশমালা তলত (২১৮.২)। এষার এই সাফল্যের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানান তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও।

এদিকে ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন টিম ইভেন্টে সোনা জেতে ভারতের পুরুষ দল। ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে সোনা জেতেন ঐশ্বর্যপ্রতাপ সিংহ তোমর, কুশল স্বপ্নিল এবং অখিল শিয়োরান। এটা ছিল দিনের প্রথম সোনা।

এদিকে শুক্রবার টেনিসে ছেলেদের ডবলসে রুপো পেয়েছে ভারত। ফাইনালে চিনের রামকুমার রমানাথন এবং সাকেথ মাইনেনি। এশিয়ান গেমসে হকিতেও অপ্রতিরোধ্য ভারত। মালয়েশিয়াকে হকিতে জয় ভারতের। প্রথম কোয়ার্টারেই ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলেছিলেন ভারতের মেয়েরা। ৪-০ স্কোর লাইন হয়ে যায় প্রথম ১৫ মিনিটে। ৭ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করেন মনিকা। তারপরই ছন্দ পেয়ে যায় ভারত। মালয়েশিয়া টিম হিসেবে বেশ ভালো, কিন্তু ভারতের মেয়েদের দাপটে কিছুই করতে পারেনি তারা। প্রথম গোলের রেশ কাটতে না কাটতে ৮ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় গোল দীপ গ্রেস এক্কার। এ বারের ভারতীয় টিম থেকে রানি রামপালের মতো সিনিয়াররা বাদ পড়েছেন। খেলায় কিন্তু তার কোনও ছাপ পড়েনি। ১১ মিনিটে ৩-০ করেন নিশা। প্রথম কোয়ার্টারের একেবারে শেষ মিনিটে চতুর্থ গোল বৈষ্ণবী ভিত্তাল ফালকের।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, শনিবার রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে ফের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসতে চলেছে। সব জেলার জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের রাজ্য ও জেলা স্তরের কর্তাদের বৈঠকে ডাকা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমেছে। এটি ছিল ডেঙ্গুর ৩৯ তম সপ্তাহ। তবে রাজ্যের এখনও কয়েকটি জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা উদ্বেগের জায়গায় রয়েছে। আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় ফের যাতে ডেঙ্গু সংক্রমণ যাতে না বাড়ে ন তা নিশ্চিত করতেই এই বৈঠক।

রাজ্যে ১৩০টির মতো এলাকাকে ডেঙ্গুর হটস্পট হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। যে হটস্পটগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল সেই হটস্পটের মধ্য থেকে একাধিক এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমছে বলেই নবান্ন সূত্রে খ বর। আগামিকালের বৈঠকে হাসপাতালগুলির সুপারদেরও উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

কয়েকদিন আগেই ডেঙ্গু মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত সব আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করেছে নবান্ন। ডেঙ্গু মোকাবিলায় ১৫ দফা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যাঁরা ডেঙ্গু বিধি মানবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।জনগণকে সচেতন করতে ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইনও দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেখানে ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়েও সচেতন করা হয়েছে।

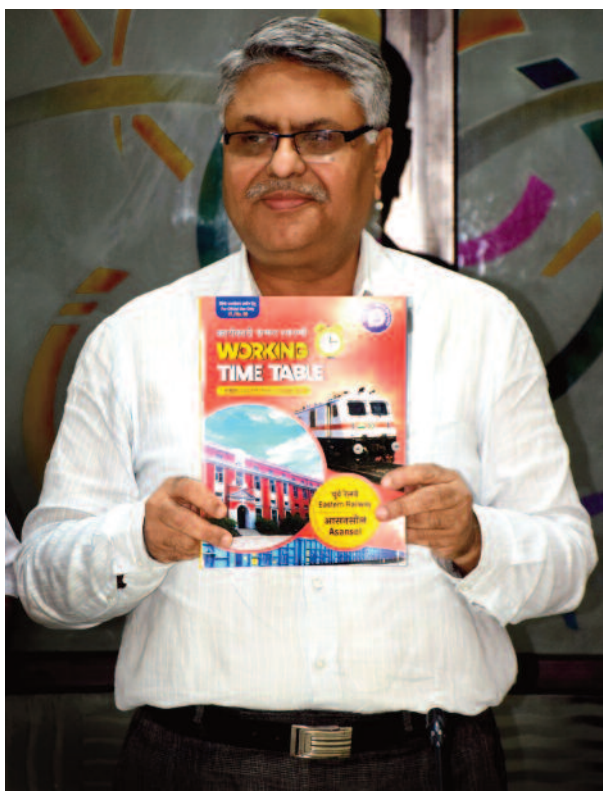

যাত্রীদের আরও উন্নতমানের পরিষেবা দিতে ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদী প্রকাশ করলেন কাজের নয়া সময়সূচি।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদিত সুদীপ্ত চন্দ আয়োজিত কলকাতা স্ট্রিট মিউজিক ফেস্টিভ্যালের চতুর্থ সিজন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যৌথ উদ্যোগে চ্যাপ্টার। সহযোগিতায় সোমা দাস, অনন্যা পাল, সুরজিৎ কালা। এবার উৎসবের বিষয় ছিল দুর্গা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা মানপত্র তুলে দিলেন পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীদের হাতে।

আগামী পয়লা অক্টোবর 'স্বচ্ছতাই সেবা' অর্থাৎ 'আবর্জনা মুক্ত ভারত' অভিযান কর্মসূচি পালিত হবে সমগ্র ভারত জুড়ে। তারই অঙ্গ হিসেবে বজবজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিবিআইটি) আয়োজন করল 'স্বচ্ছতাই সেবা' অভিযান। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা এই অভিযানের সূচনা করেন। এরপর প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিবিআইটির বিভিন্ন জায়গা ঝাড়ু দিয়ে পরিচ্ছন্নতার কাজে সামিল হন।

এটা মানুষের লড়াই, তৃণমূলের লড়াই নয় : অভিষেক ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমাদের প্রাপ্য টাকা নিতে আমরা দিল্লি যাবই, এমনই ভাষায় কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। কেন্দ্রের নির্লজ্জ চক্রান্ত ও নোংরামির বিরুদ্ধে আমাদের বৃহত্তর আন্দোলন গড়তে ২ অক্টোবর আমরা দিল্লিতে যাব। আমরা দিল্লিতে যাওয়ার জন্য রেলকে সেপ্টেম্বর মাসে একটি চিঠি দিয়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল বাংলার প্রকৃত জবকার্ড হোল্ডাররা ওই ট্রেনে চড়ে দিল্লির আন্দোলনে সামিল হবে। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। এমনকী রামলীলা ময়দানেও আমরা অস্থায়ী শিবির করার অনুমতি চেয়েছিলাম তাও

দেয়নি। দিল্লি পুলিশও অনুমতি দেয়নি। কৃষি ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের ও অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিজেপি ভয় পাচ্ছে, এত ভয়ের কারণ কী?

আমায় আটকাতে অবস্থান বিক্ষোভের দিনই ইডি ডেকে পাঠিয়েছে। আগামী দিনে মানুষের জবাব বিজেপি পাবে। এটা মানুষের লড়াই, তৃণমূলের লড়াই নয়।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মিছিলে অবরুদ্ধ হাওড়া ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সপ্তাহের শেষ কর্মব্যস্ত দিন শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা ও হাওড়া ব্রিজ রানি রাসমণি সরণিতে আদিবাসীদের সমাবেশের জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। সকালে অফিস পৌঁছতে লেগে যায় নির্ধারিত সময়ের থেকেও আরো বেশ কয়েক ঘণ্টা।

বেশ কিছু মাস ধরেই কেন্দ্রের আদিবাসী বিরোধী নীতির বিরোধিতা করেই দফায় দফায় আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে মাহাতো-কুর্মি সহ একাধিক আদিবাসী সংগঠন। আর এবার সেই নীতির বিরুদ্ধে ফের পথে নামল রাজ্যের ৪০টি আদিবাসী সম্প্রদায়। শুক্রবার রানি রাসমণি সরণিতে আদিবাসীদের সমাবেশে যোগদানের জেরে কলকাতা ও হাওড়া ব্রিজ স্তব্ধ হয়ে যায়। আদিবাসীদের এই মিছিলের জেরে হাওড়া ব্রিজে যানচলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। আর এতে নাজেহাল হতে হল নিত্যযাত্রী থেকে স্কুল পড়ুয়াদের। নির্দিষ্ট সময়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে রাস্তায় দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। রাস্তা বন্ধ থাকার কারণে চাপ বাড়ে হাওড়া ফেরিঘাটে। হাওড়া থেকে কলকাতা অভিমুখী ফেরি পরিষেবাতে লোকের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় কর্মীদের। শুক্রবারের এই মিছিল ও আন্দোলন প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় আদিবাসী কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহকারী সম্পাদক রামলাল টুডু বলেন, 'আমাদের আজকের এই আন্দোলন ও সমাবেশের প্রধান কারণ কেন্দ্রের ইউনিভার্সল সিভিল কোড। এটি আদিবাসীদের স্বার্থ বিরোধী। কেন্দ্রের এই ইউসিসি নীতি যাতে লাগু করা হয়, সেই দাবিতে আমাদের আজকের এই কর্মসূচি।' পাশপাশি শুধু আদিবাসী নয় সেই গোষ্ঠীগুলিও আদিবাসীদের গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ ওঠে সমাবেশ থেকে। মূলত, কুড়মি ও মাহাতোদের বিরুদ্ধেই ৪০টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের আন্দোলন। এই দুই গোষ্ঠী আদিবাসী না হয়েও জবরদস্তি তফসিলি জনজাতির তকমা ও সুবিধা পেতে চাইছে বলে অভিযোগ 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনসনে'র নেতৃত্বের। এদিন হাওড়া স্টেশন থেকে মিছিল করে ধর্মতলায় রানি রাসমণি সরনির সমাবেশে যোগ দিতে যায় আদিবাসীরা। এর জেরে হাওড়া ব্রিজের উপর ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। তীব্র যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাওড়া সেতু, বড়বাজার, স্ট্যান্ড রোড, ধর্মতলা যাওয়ার রাস্তায় গাড়ি লম্বা লাইন লেগে যায়। হাওড়া ব্রিজের উপর ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও, তাঁদের খুব একটা সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি বলেই ক্ষোভ নিত্য যাত্রীদের। হাওড়া ব্রিজ থেকে স্ট্র্যান্ড রোডমুখী রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে হেটে হাওড়া ব্রিজ টপকে বিকল্প বাহনের সন্ধান করতে হয় অফিস যাত্রীদের। এর জেরে হাওড়া ফেরিঘাটে ব্যাপক চাপ পড়ে।

মিছিলের কারণে, শুক্রবার সকালে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকেই রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তার উপর চাপ কমাতে রাজবল্লভ পাড়ার মোড় থেকে শ্যামবাজারের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

শারদ সমারোহ ও সাহিত্য উৎসবের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর আগে শহর কলকাতার বুকে শারদ সমারোহ ও সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করেছিল এক ঝাঁক তরুণ লেখক, প্রকাশক ও শিল্পী। বইপাড়ার মহাবোধি সোসাইটিতে আয়োজিত দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের বহু কবি সাহিত্যিক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বই

ও পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ করা হয় এই অনুষ্ঠান মঞ্চে। এছাড়াও আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি ঋজুরেখ চক্রবর্তী, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, সুকল্প চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক প্রাণেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সৌরভ বিশাই বলেন, 'গতবারের পর এবারও সফলভাবে অনুষ্ঠানে হয়েছে। তরুণ কবি, লেখক ও শিল্পীদের ভিড়ে দু'দিনের অনুষ্ঠান জমে উঠেছিল।'

হাওড়ার উলুবেড়িয়ার দুর্গা পাড়ি দিচ্ছে এবার পুজোয় দুবাই ও লুক্সেমবার্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আর অপেক্ষার ২৫ দিন। তারপরেই বাঙালি মেতে উঠবে দেবী দুর্গার আরাধনাতে। শরৎকাল আসা মানেই ক্যাশ ফুলের সমাহার ও আগমনীর বার্তা বাতাসে ভাসে যে আসছে শারদোৎসব। শরৎ-এর নীল আকাশে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ভেলা। নদীর পাড়ের কাশ ফুলের সমাহার যেন সর্বত্র পুজো পুজো গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সময় থাকতেই রাজ্যে বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও বাড়ির পুজোর জন্য প্রতিমার বায়না সারা হয়ে গিয়েছে। প্রতিমা শিল্পীরাও এখন শেষ মুহূর্তের কাজ সারতে ব্যস্ত। এই সবের মধ্যেই এই বছর কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে উলুবেড়িয়ার ময়রাপাড়া থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে প্রস্তুত দেবী উমা।

উচ্চতায় ২০ ইঞ্চির এই মাটির দুর্গা প্রতিমা সেপ্টেম্বর মাসের এই সপ্তাহেই বিমানে করে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। উলুবেড়িয়ার ময়রাপাড়ার মৃৎশিল্পী সঞ্জীব চন্দ্র প্রতিমাটি তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, 'মূলত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই আমি এই বরাত পেয়েছি। আমার একটি পেজ আছে সেখানে আমার কাজ দেখে কলকাতা নিবাসী দেবাশিস ও তার স্ত্রী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওনারাই কলকাতা থেকে বিমানে এই প্রতিমা নিয়ে দুবাইতে পাড়ি দেবেন। এই প্রতিমার কাজ এখন সম্পূর্ণ। এছাড়াও গত বছর আমার তৈরি ফাইবারের প্রতিমা লুক্সেমবার্গে গেছিল, এবারেও ১২ ইঞ্চির আরও একটি দুর্গা প্রতিমা লুক্সেমবার্গেও যাবে।'

শুধু ভারতে নয়, দুর্গাপুজোর সময় দেশের বাইরে বিদেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিরাও দুর্গাপুজোতে একইভাবে আনন্দে মেতে ওঠেন। তাই বিদেশেও দুর্গা প্রতিমার চাহিদা বেশ ভালই। ইতিমধ্যে কুমারটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা বিদেশে পাড়ি দিলেও এবার উলুবেড়িয়া থেকেও দুবাই পাড়ি দিচ্ছেন মা দুর্গা। প্রতিমাশিল্পী সঞ্জীব চন্দ্র আরো বলেন, 'গত বছর আমার তৈরি কালী প্রতিমা বিদেশে গেলেও এই প্রথম আমার তৈরি প্রতিমা দুবাই যাচ্ছে। কলকাতার বাসিন্দা দেবাশিস সাধ্য এবং পাপিয়া সাধ্য আমাকে এই প্রতিমার বায়না দিয়েছেন। প্রতিমার সমস্ত অস্ত্র এবং অলংকার আমি এবং আমার স্ত্রী তৈরি করেছি। প্রতিমাটি তৈরি করতে আমার ২২ দিন সময় লেগেছে। মূলত মাটি, আলুমিনিয়াম তার দিয়ে প্লাই-এর উপর তৈরি হয়েছে।'

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ এই সপ্তাহেই তার প্রতিমা দুবাই রওনা দেবে। এ বছর তিনি ছোট বড় সব মিলিয়ে মোট ১০ টি প্রতিমা তৈরি করেছেন। এই বছর প্রতিমা তৈরির বরাত বিদেশ থেকে আসার কারণে যথেষ্টই আনন্দিত উলুবেড়িয়ার ময়রাপাড়ার বাসিন্দা চন্দ্র পরিবার। সামনের বছরেও এভাবেই প্রবাসে থাকা বাঙালিদের জন্য প্রতিমা তৈরিতে মনোনিবেশ করবেন। নিজের তৈরি প্রতিমা বিদেশে পাড়ি দেওয়াতে যথেষ্টই খুশি শিল্পী সঞ্জীব চন্দ্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৯৬৪ নং এফিডেভিট বলে Shampa Das, Shampa Malakar ও Shampa Giri (Malakar) W/o. Sirsendu Giri D/o. Khagendramohan Malakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬১০ নং এফিডেভিট বলে Pankaj Chakraborty S/o. Kartick Chakraborty ও Pankaj Kr. Chakraborty S/o. K. C. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajiya Begum, Rajia Begum ও Sk. Rajia W/o. Habibur Rahaman Sekh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি । আমার দুই পুত্র Sk. Sakil Aktar ও Sk. Samim Aktar S/o. Habibur Rahaman Sekh.

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Lal Babu Chowdhary ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kapil Lal Ram ও Lt. K. L. Chowdhary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৬৫ নং এফিডেভিট বলে Tapas Kumar Ghosh S/o. Nirod Baran Ghosh ও Tapas Kr Ghosh S/o. Lt. N. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি শ্রাবন্তী মান্না, ঠিকানা- গ্রাম-জাঁন্দা, থানা-জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলী। বিবাহের পর আমি শ্রাবন্তী মান্না শীল নামে পরিচিত হইলাম। শ্রাবন্তী মান্না এবং শ্রাবন্তী মান্না শীল উভয় একই ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস প্রোবেট নং - ৩ / ২৩

দরখাস্তকারীঃ- শ্রীমতী বন্দনা অধিকারী, পিতা- মৃত সত্য নারায়ণ অধিকারী, সাং- সার্থকপুর ব্রাহ্মণ পাড়া ও অধিকারী পাড়া, পোঃ ও থানা জামুরিয়া, জেলা- বর্ধমান। হাল সাং- বোসেস রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী শ্রীমন্ত কুমার চন্দ এর ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল

জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, হোল্ডিং নং- ৯, বোসেস রোড, ওয়ার্ড নং- ১৮, নবদ্বীপ পৌরসভা যাহার- মৌজা- ২০ নবদ্বীপ, খতিয়ান- আর.এস.- ১০০৬৯, ১০০৬১, ১০০৪৪, ১০৫১১, এল.আর. ১১৯৭৮, ১১৮৫৮, ১৭৬৯, ১৩৩২, ১১৯৭, ৭১৯৬, ১৬৫৪, ৪৪৫, ৪৬৫, ২৮৩৮, ১৮৮০ দাগ নং- আর.এস. ৫৭৭৮/১২১৪৮, এল.আর. ৯১৫৩, রকম- বাড়ী, পরিমাণ- ২.৬৯৫ শতক।

আদালতের আদেশানুসারে-
Ripan Majumder 6.9.23
সেরেস্তাদার, সিভিল জজ,
নবদ্বীপ কোর্ট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

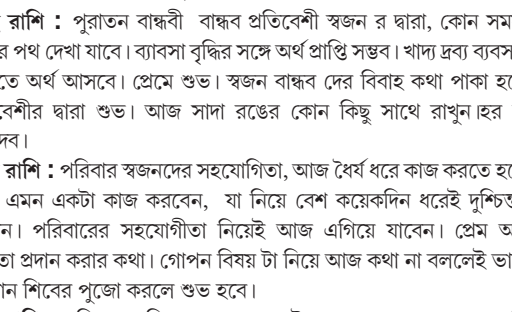

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১২ ই আশ্বিন। প্রতিপদ তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দে র। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ী র হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন।হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে । আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য -তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : আজ কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব বলুন।

(পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর র ভূমিষ্ঠ দিবস। প্রেতপক্ষ বিহীত তিলতর্পনারম্ভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ সেপ্টেম্বর ১২ আশ্বিন, ১৪৩০, শনিবার

আদিবাসীদের মিছিলের গেরোয় অবরুদ্ধ তিলোত্তমা, ভোগান্তি সাধারণ মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একে কাজের দিন। তার উপর পুজোর কেনাকাটার ভিড়। এরই মধ্যে আদিবাসী সংগঠনের মিছিলের জেরে শুক্রবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হাওড়া ব্রিজ। এরপর আন্দোলনকারীরা এগোতে থাকেন ধর্মতলার উদ্দেশে। কারণ, রানি রাসমণি রোডে ছিল তাঁদের সভা।

সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ আচমকাই হাওড়া সেতুতে শুরু হয় অবরোধ। এরপর এই অবরোধ আর মিছিলে দাবি তোলা হয়, কুড়মি-মাহাতোরা চাইছেন জোর করে তফশিলি জনজাতির তকমা পেতে। এই দাবিতেই শুক্রবার পথে নামেন 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন্স'। আদিবাসী সংগঠনের দাবি, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে 'সিডিউল ট্রাইব'-এর মর্যাদা দেওয়া চলবে না। অফিস টাইমে এহেন অবরোধের

জেরে কার্যত ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

এদিকে নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, শহরের জায়গায় জায়গায় ট্র্যাফিক মোতায়েন থাকলেও তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। কাউকে একই জায়গায় গাড়িতে বসে থাকতে হয় ১ ঘণ্টা ধরে। এদিকে বাসেরও নড়চড় করার কোনও লক্ষণ ছিল না। ফলে কেউ হেঁটে হেঁটেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কর্মস্থলের দিকে। শুক্রবার সকাল থেকে এমনই ছবি ধরা পড়ে হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু করে ধর্মতলা চত্বর পর্যন্ত। গাড়িতে অপেক্ষা করতে করতে কেউ ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন দৃশ্যও নজরে আসে। একই সমস্যায় পড়েন স্কুল পড়ুয়ারাও। গরম এবং অসহনীয় আর্দ্রতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্কুল পড়ুয়ারাও।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ, মিছিলের কথা আগে থেকে জানা সত্ত্বেও কোনও প্রস্তুতি নেয়নি প্রশাসন। সে কারণেই এই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। বেলা সাড়ে ১২ টার পর পরিস্থিতি একটু একটু করে উন্নত হতে থাকে। যান চলাচল শুরু হলেও তার গতি খুবই ধীর। এদিকে কলকাতায় এই মুহূর্তে পুজোর শপিং চলছে জোরকদমে। শহর, শহরতলি বা গ্রামগঞ্জ থেকেও বহু মানুষ আসছেন কেনাকাটা করতে। ফলে বড়বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে ভিড়ও বাড়ছে। কিন্তু এদিনের 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন্স'-এর কর্মসূচির জেরে সব মিলিয়ে ভোগান্তির শেষ ছিল না কলকাতায় এদিন যাঁরা পা রেখেছিলেন তাঁদের।

স্বাস্থ্য ভবনের সামনে মশারি নিয়ে বিক্ষোভ বিজেপি মহিলা মোর্চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু মোকাবিলায় ব্যর্থ স্বাস্থ্য দপ্তর। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার এই ইস্যুতে সরব হয়েছে পদ্ম শিবির। এদিন আরও একবার সেই ইস্যুতেই পথে নামল বিজেপির মহিলা মোর্চা। এক সপ্তাহে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা অন্তত ৬ হাজার। সরকারি ও অসমর্থিত সূত্র মিলিয়ে গোটা রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। সূত্র বলছে, ৭ দিনে ১০ হাজারের বেশি আক্রান্ত শুধুমাত্র উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। এই পরিসংখ্যান সামনে আসতে আমজনতার সঙ্গে উদ্বেগ বেড়েছে প্রশাসনেরও। এদিকে ডেঙ্গু দমনে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দফায় দফায় পথে নামতে দেখা যাচ্ছে বাম-বিজেপি সরকারকে। বৃহস্পতিবারে এই ইস্যুতে দমদমে বিক্ষোভ দেখান ডিওয়াইএফআই-এর কর্মী সমর্থকেরা। এরপর শুক্রবার মশারি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির মহিলা মোর্চার

কর্মী- সমর্থকরা।

এদিন মহিলা মোর্চার তরফ থেকে যে মিছিল করা হয় তার শুরুতেই পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির অভিযোগ, ডেঙ্গু মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারের দ্বারা কোনও কাজই হচ্ছে না। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়েই সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে থাকা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা। বিক্ষোভস্থল থেকেই সংগঠনের এক সদস্য জানান, 'কোথাও হাসপাতালে বেড নেই, প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুই করছে না সরকার। ডেঙ্গু মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে সরকার।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিজেপি বিধায়ককে তলব সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষকে তলব করল রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি। কল্যাণী এইমস-এ পুত্রবধূকে প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সূত্রে খবর, শুক্রবারই ভবানী ভবনে সিআইডি-র তরফে তলব করা হয়। এর আগেও একবার সিআইডি তাঁকে তলব করেছিল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য তলব করা হল।

স্কুল শিক্ষক নিয়োগে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে একাধিক শিক্ষা অধিকর্তারা। এরই মধ্যে অভিযোগ ওঠে কল্যাণী এইমস-এও একই ভাবে প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগ করার। কল্যাণী থানায় এই নিয়ে অভিযোগও দায়ের হয়। এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদ থেকেও কয়েকজন প্রার্থী এই অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই এই মামলায় তদন্ত শুরু করে সিআইডি। তালিকায় নাম উঠে আসে, বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা এবং বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের। এরপরই এই মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে দেওয়ার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরও হয়। যদিও কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। ফলে তদন্তভার বহাল থাকে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি-র হাতেই।

প্রসঙ্গত, এই মামলার তদন্তের সূত্র ধরে নদিয়ার চাকদহের বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষের হরিণঘাটার বাড়িতে গত বছরের ডিসেম্বরে যান সিআইডি-র তিন আধিকারিক। তবে সে সময়ে বিধায়ক বাড়িতে ছিলেন না। বিধায়ককে বাড়িতে না পেয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বার্তা বলেন আধিকারিকরা। এরপরই শুক্রবার ফের তাঁকে তলব করা হয়।

মানুষের চাপে অপরাধীকে ধরা পড়তেই হবে : সুজন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'মানুষের চাপ আছে। অপরাধীকে ধরা পড়তেই হবে।' শুক্রবার বাম সমর্থিত ইছাপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিস মজদুর ইউনিয়নের ৩৭তম রক্তদান শিবিরে এসে এমনটাই দাবি করলেন সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। সুজন চক্রবর্তীর দাবি, আদালতের ধমক খেয়ে অভিষেককে ইডি ডাকতে বাধ্য হয়েছে। সপরিবারে অপরাধ করেছেন। তাই সপরিবারে ডাক পেয়েছেন। সিপিআইএম নেতার সাফ বক্তব্য, যখনই ডাক পড়েছে। তখনই ভাইপো রক্ষাকবচ চেয়েছে। সুজন বাবুর দাবি, কড়া ব্যবস্থা নেবার দম ইডি-সিবিআইয়ের আছে। কিন্তু তারা কি মোদি, অমিত শাহের

অনুমোদন পাচ্ছেন। নাকি মোদি, অমিত শাহ ইডি-সিবিআইকে ধামাচাপা দিতে চাইছে। রাজ্যে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, বাংলায় ডেঙ্গুর বিপদ ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যে ডেঙ্গুতে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সরকার সেই তথ্য গোপন করছে। সরকার হিসেব গুলিয়ে দিতে চাইছে। তবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকার অবিলম্বে পদক্ষেপ না নিলে বিপদ কিন্তু আরও বাড়বে।

কুণাল ঘোষকে আমেরিকা যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব কলকাতা, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্পেন সফর সেরে সদ্য দেশে ফিরেছেন কুণাল ঘোষ। এবার আমেরিকা যাওয়ার আর্জি তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে অর্থাৎ আমেরিকা সফরে যেতে পারবেন কুণাল ঘোষ। সূত্রের খবর, তৃণমূলের এই নেতার ছেলে আমেরিকায় পড়াশোনা করছে। তাকে দেখতেই যেতে চান কুণাল।

২০১৬ সালে সারদা মামলায় শর্ত সাপেক্ষে জামিন পান কুণাল ঘোষ। প্রাথমিকভাবে তাঁর রাজ্যের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই বাইরে যেতে চাইলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে তাঁকে। সে কারণেই স্পেন সফরে যাওয়ার আগেও অনুমতি চাইতে হয়েছিল হাইকোর্টে। শুক্রবার অনুমতি দিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি।

প্রসঙ্গত, গত ১২ সেপ্টেম্বর স্পেনের বাণিজ্য সম্মেলনে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের শাসকদলের মুখপাত্র কুণাল। কিন্তু যেহেতু তিনি রাজ্যের একটি তদন্তাধীন মামলায় অভিযুক্ত, সে জন্য তাঁর স্পেন যাত্রায় আপত্তি করেছিল সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

কিন্তু গত ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বাগচি এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআইয়ের আপত্তি খারিজ করে জানিয়েছিল, 'কুণাল অভিযুক্ত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাই বিদেশযাত্রা আটকানো যায় না। তাছাড়া কুণাল বিদেশ গেলে তদন্ত কী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা জানাতে পারেনি সিবিআই। এ ব্যাপারে তাদের দাবির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণও দাখিল করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।

পঞ্জাবে চলা বিক্ষোভের জেরে বাতিল বেশ কিছু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্জাবে চলা বিক্ষোভের জেরে শুক্রবারের বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল হল কলকাতা, শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশন থেকে। বন্দে ভারত ট্রেনের সময় বদল হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। এবার বাতিল করা হল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। বেশ কিছু ট্রেনের রুটও পরিবর্তন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে রেল রোকো কর্মসূচি শুরু করেছেন পঞ্জাবের কৃষকদেক একাংশ। সম্প্রতি বন্যায় কৃষিকাজের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য আর্থিক প্যাকেজের দাবি জানিয়ে চলছে আন্দোলন। এছাড়া এমএসপি ও ঋণ মকুবের দাবিও রয়েছে সংগঠনগুলির। তার জেরে বন্ধ রয়েছে ফিরোজপুর ও অম্বালা ডিভিশনের লাইন। তারই প্রভাব পড়েছে কার্যত গোটা দেশ জুড়ে।

সূত্রের খবর, অমৃতসরে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে ১৯টি কৃষক সংগঠন। তার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অমৃতসর-দিল্লি রেল লাইন। এই রেল রোকো আন্দোলনের কারণে জাখাল জংশন, ধুরি জংশন, লুধিয়ানা জংশন, রাজপুরা জংশন, ভাতিন্ডা জংশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অন্তত ৯১টি ট্রেনের পরিষেবায় প্রভাব পড়েছে বলে রেল সূত্রে খবর। কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি ট্রেনের রুট বদলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে অমৃতসর জংশন থেকে কোনও ট্রেন ছাড়ছে বা কোনও ট্রেন ওই জংশনে যাচ্ছেও না। ফলে সমস্যায় পড়েছেন বহু সাধারণ যাত্রী।

পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কলকাতা স্টেশন থেকে বাতিল হয়েছে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস ১৩১৫১। শিয়ালদা স্টেশন থেকে বাতিল হয়েছে অমৃতসর এক্সপ্রেস ১২৩৭৯ এছাড়া হাওড়া স্টেশন থেকে অমৃতসর এক্সপ্রেস ১৩০০৫ ও হাওড়া কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস ১২১৩১১ বাতিল করা হয়েছে।

তৃণমূলের দিল্লি যাত্রায় স্পেশ্যাল ট্রেনের আবেদন খারিজ রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লি চলো অভিযানের ডাক দিয়েছে ঘাসফুল শিবির। ২ তারিখ গান্ধি জয়ন্তীর দিন থেকে শুরু হতে চলেছে সেই কর্মসূচি। আর এই অভিযানকে কেন্দ্র করে বাংলা থেকে কর্মী-সমর্থক, নেতা, বিধায়কদের নিয়ে যেতে আগেই স্পেশ্যাল ট্রেনের জন্য রেলের কাছে আবেদন করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফ থেকে। সূত্রে খবর, ২০টি স্লিপার কোচ যুক্ত বিশেষ ট্রেন চাওয়া হয়েছিল। তবে তৃণমূলের এই আবেদন নাকচ করে দিল রেল। রেলের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই ক্ষোভে ফুঁসছে জোড়াফুল শিবির। রেলের এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ উগরে দিয়ে টুইটারে দলের তরফে একটা পোস্টও করা হয়।

এক্স হ্যান্ডেলে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা এই টুইটে লেখা হয়েছে, 'আমাদের দমাতে চাওয়ার আরও একটা প্রচেষ্টা। পূর্ব রেল আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বঞ্চিতদের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ট্রেনের আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু, সেই অনুরোধ রাখা হল না। তবে যে করেই হোক, যে কোনও পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে দিল্লি যাব।' এরপরই রেলের উত্তর সম্মলিত চিঠি ওই টুইটে জুড়ে দিয়ে লেখা হয়েছে, 'জিতনা ভি কোসিস কর লো হাম ডাটে রাহেঙ্গে, ঝুকেগা নেহি।'

প্রসঙ্গে যে চিঠি রেল দিয়েছে তাতে লেখা রয়েছে, '৩০ তারিখ আপনাদের তরফে যে স্পেশ্যাল ট্রেনের অনুরোধ করা হয়েছিল তা আমরা খতিয়ে দেখেছি। কিন্তু, এই মুহূর্তে সেই আবেদন রাখা সম্ভব নয়। ট্রেন পাওয়া যায়নি।'

নানা প্রথার মধ্যে বাঙালি প্রাধান্য দিক 'নবান্ন'কে, বার্তা সংঘতীর্থের

শুভাশিস বিশ্বাস

'প্রথা'। এর আক্ষরিক অর্থ হল যে কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা যে পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরে মনে আসছি। তবে সমাজে সব পদ্ধতি সবই আবর্তিত হয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। একটু তলিয়ে দেখতে গেলে ভারতীয় সংস্কৃতির বহু জাতিক হলেও তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেখানকার কৃষি। ভারতে কৃষিজ পণ্যের মধ্যে প্রধান ধান, তা আমরা জেনে এসেছি সেই ছোটবেলা থেকেই। শুধু তাই নয়, এটাও জেনেছি এই ধানকে ঘিরেই বিভিন্ন সংস্কৃতিকে রয়েছে নানা উৎসব। যেমন বাংলার ক্ষেত্রে 'নবান্ন', অসমের ক্ষেত্রে 'বিহু'। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ধানের ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় অর্থনীতির একটা বিরাট অংশ। ফলে এই ধানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে আমাদের লোকসংস্কৃতিও। এদিকে আমরা যে প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরি তার পিছনে রয়েছে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা।

একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখা যাবে 'নবান্ন' উৎসবের মধ্য দিয়েই শুরু হচ্ছে আমাদের জীবনের পথচলা। ধানকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবন ধারন একেবারেই অসম্ভব। অর্থাৎ, ভারতীয় অর্থনীতির মূল কারিগর সেখানে কৃষকেরাই। আধুনিক যুগে আমরা ভুলতে বসেছি এই কৃষকদের অবদান। তবে শহুরে জীবন ছেড়ে একটু গ্রামের দিকে গেলে এখনও সমগ্র বাংলা কিন্তু মেতে ওঠে এই ধান রোপণ বা প্রথম শস্য মাঠ থেকে ঘরে তোলার দিনকে কেন্দ্র করে। এই নবান্ন উৎসবও একটা প্রথা তো বটেই। আর এই নবান্ন উৎসবকেই থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে উত্তর কলকাতার সংঘতীর্থ। এখানকরা পুজোর উদ্যোক্তারা তাঁদের থিমের মধ্যে দিয়ে আধুনিক প্রজন্মকে বার্তা দিতে চান, প্রযুক্তির গোলকধাঁধায় নিজেদের হারিয়ে ফেললেও কোনও ভাবেই ভুললে চলবে না আমাদের শিকড়কে।

তবে লাহা কলোনির মাঠে সংঘতীর্থের এই পুজো কিন্তু আজকের নয়। দেখতে দেখতে এই পুজো পার করেছে ৫৭ বছর। এবার পা দিল ৫৮-তে। এখানে আরও একটা কথা বলতেই হয়, তা হল সনাতনী প্রথাতেই এতকাল পুজো হয়ে এসেছে সংঘতীর্থের। তবে গত বছর থেকে ভাবনা-চিন্তায় বদল আনেন পুজোর উদ্যোক্তারা। শুরু হয় থিম পুজো। ২০২২-এর থিম পুজো বাঙালির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ফলে ২০২৩-এও কোনও বিশেষ থিমের ওপরেই পুজো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন সংঘতীর্থের পুজো উদ্যোক্তারা। ২০২২-এ থিম পুজোর দায়িত্বে ছিলেন শঙ্কর পাল। ফলে এ বছরও দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় তাঁরই হাতে। শঙ্কর পালের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মায়ের মূর্তি গড়েছেন সৌমেন পাল।

শঙ্করবাবুর হাতের ছোঁয়াতেই লাহা কলোনির মাঠ রূপ নেবে গ্রামের এক শস্য ভাণ্ডারে। আধুনিক যুগের ছোঁয়া সেখানে নেই, বরং রয়েছে গ্রামের সেই পুরনো ছোঁয়া। কোনও প্রান্তিক গ্রামে যেখানে এখনও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি সেই সব জায়গায় এখনও নজরে আসে মাটির তৈরি এমনই ধান রাখার গোলা। আর শস্যের দেবী হিসেবে বাঙালি চিরকালই আরাধনা করে আসছে মা অন্নপূর্ণার, যা দেবী দুর্গারই অপর এক রূপ। এই অন্নপূর্ণাই অধিষ্ঠিত থাকছেন এই গোলায় এক সিংহাসনে। এখানে মাতৃমূর্তির মধ্যে ঠিক রণংদেহি রূপে অধিষ্ঠিত নন, বরং তিনি অনেক বেশ পরিস্ফুট অন্নদাত্রী রূপে। গ্রামবাংলার ঘরের মা বা মেয়ে ঠিক যেমন রূপে ধরা দেন ঠিক তেমনভাবেই মাকে গড়ে তুলছেন শিল্পী সৌমেন। প্যান্ডেল পুরোটাই খড়, বাঁশ আর মাটি দিয়ে তৈরি। গ্রাম বাংলার গোলার সেই আবহকে ফুটিয়ে তুলতে চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি দেখা যাবে না মণ্ডপে। বরং সেখানে থাকবে হাজারো প্রদীপ। তারই নরম এক আলোয় আলো-আঁধারির পরিবেশে মা দুর্গা বিরাজ করবেন অন্নদাত্রী হিসেবে। সঙ্গে খুব হাল্কা সুরে শোনা যাবে এই থিমের সঙ্গে মানানসই এক সুর, যা তৈরি হয়েছে শিল্পী সৈকত দেবের মননে। পুজো মণ্ডপ চত্বরের দিকে এগোতে থাকার পথেই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে আল্পনা। ঠিক যেমনটি গ্রামে আঁকা হয় 'নবান্ন'-উৎসবে। এই পথ ধরে এগিয়ে গেলেই পুজো মণ্ডপে প্রবেশের মুখে নজরে আসবে লাঙল, কুনকে, শস্য কাটার কাঁচি এমনই সব কিছু, যা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে আধুনিক প্রজন্মের কাছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র পুজো মণ্ডপ জুড়ে কৃষি জমির একটা বাতাবরণ তৈরি করতে রোপণ করা হয়েছে ধানও। এককথায়, সংঘতীর্থের যে পুজোকে একদা উত্তর কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজো বলে অভিহিত করা যেত, সেই আবহকে একটু দূরে সরিয়ে রেখে গ্রাম বাংলাই যেন এবার একটু বেশি প্রাধান্য পেল সংঘতীর্থের পুজোয়।

এবছর আর কোনও ক্লাবকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের তরফে এবছর আর কোনও ক্লাবকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে না। ২০১৯ সালে শেষবার ওই খাতে ১৫০০র বেশি ক্লাবকে অনুদান দিতে অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরপর কোভিড অতিমারি জনিত কারণে ক্লাব গুলিকে অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। এবার ওই প্রকল্প পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। রাজ্য সরকার খেলা ধুলো ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির প্রসার ঘটাতে ২০১২ সাল থেকে রাজ্যের ক্লাবগুলির জন্য অনুদান প্রকল্প চালু করে। বাছাই করা ক্লাবগুলিকে প্রথম বছর এককালীন ২ লাখ এবং পরবর্তী তিন বছর ১ লাখ করে মোট ৫ লাখ টাকা দেওয়া হত। কিন্তু রাজ্য সরকারের ক্লাবগুলিকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া

নিয়ে প্রথম থেকেই বিতর্ক দানা বাঁধে।

সরকার ৪ দফায় মোট ৫ লক্ষ টাকা করে প্রতিটি ক্লাবকে অনুদান দিয়েছিল। এবার সেই আর্থিক অনুদান প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হল। ২০১৯ সালের পর থেকে এই খাতে ক্লাবগুলিকে একটা টাকাও দেওয়া হয়নি। সেই হিসাবে টাকা দেওয়ার বিষয়টি ৪ বছর আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার সরকারিভাবে শিলমোহর দেওয়া হল তাতে। নবান্ন সূত্রের দাবি, প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশে ক্লাবগুলিকে আর এই খাতে টাকা দেওয়া হবে না।

ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হত ক্রীড়া ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য। নিয়মমতো সেই টাকা খরচের পরে রাজ্য সরকারের কাছে খরচের শংসাপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু বহু ক্লাব সেই পথই মাড়ায়নি। তাই ২০১৯ সাল থেকে রাজ্য সরকারও এই প্রকল্পে টাকা খরচ করা বন্ধ করে দেয়। এবার সরকারিভাবে তাতে কার্যত শিলমোহর দিয়ে দেওয়া হল।

সম্পাদকীয়

বাংলাকে বঞ্চিত করে ভারতের সার্বিকউন্নতির রিপোর্ট তৈরি হয় না

অর্থনীতিতে উন্নীত করার স্বপ্ন ফেরি করা হচ্ছে, তার জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে বিশ্বায়নের ভাবনাকে এবং যাঁরা সাহসভরে দেশকে এই ভাবনার শরিক করেছিলেন তাঁদেরকে। বলা বাহুল্য, এর কৃতিত্ব দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা যেমন দাবি করতে পারে না, তেমনি পারে না গেরুয়া শিবিরও। বরং বলা যায়, এই দুই শক্তির প্রবল বিরোধিতা মোকাবিলা করেই ভারতকে বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত করেন পি ভি নরসিমা রাও। পরে তাতে আরও গতিসঞ্চার যিনি করেছেন তিনি নরেন্দ্র মোদিরই পূর্বসূরি মনমোহন সিং। কিন্তু মোদি জমানার বিভ্রান্ত অর্থনীতির সৌজন্যে বিশ্বায়নের সুযোগ ভারত পুরোপুরি নিতে পারেনি। সরকার এজন্য করোনা-পর্বের দু'-তিন বছরের দোহাই দিলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়, আসল দায়ী এই সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা। সবকা বিকাশের বুলি আওড়ে দেশের সব রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন প্রতিষ্ঠার এক অনৈতিক কসরত করে গিয়েছে তারা। নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ জুটির এমন ভয়াবহ ক্ষমতালিপ্সার বলি হয়েছে বিরোধী দল পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি। অ-বিজেপি সরকারগুলিকে গায়ের জোরে 'ব্যর্থ' প্রমাণ করার খেলায় নেমে সেখানকার নাগরিকদের সঙ্গেই লাগাতার অমানবিক আচরণ করে চলেছে দিল্লি। আর এই যুগপৎ অগণতান্ত্রিক এবং বৈষম্য নীতির সবচেয়ে বড় শিকারের নাম পশ্চিমবঙ্গ। এক বছরের বেশি হয়ে গেল, বাংলাকে মনরেগার (১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রকল্প) টাকা দেওয়া হচ্ছে না। নবান্নের দাবি, এজন্য গত বছর ৩০ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টির সুযোগ নষ্ট হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষেও বরবাদ হয়েছে ৩২ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টির প্ল্যান। এর প্রতিবাদে ৫ এপ্রিল দিল্লিতে প্রতিবাদ আন্দোলন করে তৃণমূল। এই সরকার একটি জিনিস ভুলে যাচ্ছে, বাংলার উন্নয়নের খতিয়ান ঊহ্য রেখে কিন্তু ভারতের সার্বিক উন্নয়ন রিপোর্ট তৈরি হবে না। বাংলাকে জবরদস্তি পিছিয়ে রাখার ছাপ জাতীয় রিপোর্টেও দগদগে হচ্ছে। হায়, একটি পিছড়ে বর্গীয় রিপোর্ট হাতে নিয়েই সোনার বাংলা দখলে ঝাঁপাচ্ছেন ভারতের প্রতিনিধি!

শাশ্বত কথা

চরিত্র

একজন জ্বলন্ত ক্যারাকটার-এর (চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির) কাছে ছেলেবেলা হইতে থাকা চাই, জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই।কেবল মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ, পড়িলে কিছুই হইবে না। চাই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জান, ছোট ছেলেদের গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করা গোছের শিক্ষা দেওয়াটা তুলিয়া দিতে হইবে একেবারে। কেহই কাহাকেও শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষক শিখাইতেছি মনে করিয়াই সব নষ্ট করে। বেদান্ত বলে এই মানুষের ভিতরেই সব আছে। একটি ছেলের ভিতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগাইয়া দিতে হইবে-এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলি যাহাতে আপন আপন হাত পা নাক কান মুখ ও চক্ষুর ব্যবহার করিয়া নিজেদের বুদ্ধি খাটাইতে পারে,এইটুকু করিয়া দিতে হইবে। তাহা আখেরে সমস্তই সহজ হইয়া পড়িবে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়

১৯২২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শানের জন্মদিন।*

কলকাতার ঐতিহ্যবাহক হাতে টানা রিকশা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

একটা কাজ ছিল রাজাবাজারে। অনেক ক্ষণের। মিটতে দেরি হবে। সুতরাং এই সময় কি করা যায়। কি করা যায়, কি করা যায়! না, সেলফোন বেশি দেখি না। বোমকেশের মত ব্রেনও নেই। তাছাড়া কোনো রহস্যে জড়াতে যা দম লাগে তা আমার নেই। তবে না হয় মানুষ দেখি। দেখলাম,শুকনো লোকটার মুখ। মনে হয় কিছু খাওয়া হয়নি। দেখলাম ও জানলাম সারাদিন বসে। বললো,' কা করি সারাদিন বৈথল বাটি কহণও ভাড়া না মিলল বা।' মানে সারাদিন বসে আছে কোনো ভাড়া পায়নি। বুঝলাম আর হবেই বা কি করে! বললো যা বুঝলাম এখন আর তার গাড়ি কেউ চড়ে না। সস্তায় সবাই দ্রুত পরিষেবা চায়। টানা রিকশা তাই কে চায়! তবু দেখ যাক পুজোটায়।

একটা সময় এটা ছিল না। কারণ এই টানা রিকশার কোনো বিকল্পও ছিল না। ঘন্টির টুং টাং শব্দে ছুটে চলত এই হাতে টানা রিকশা। আমাদের কলকাতার তা ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য। পুরনো কলকাতা সহ উত্তর ও মধ্য কলকাতা, খিদিরপুর, ভিক্টোরিয়া সহ বেশ কিছু অঞ্চলে এই হাতে টানা রিকশার প্রচলন দেখা যেত। খিদিরপুর ডকে মাল আসতো জাহাজে করে। ফলে সেই মাল ওঠাতে এই হাতে টানা রিকশার প্রয়োজন হতো। এখন সে প্রয়োজন অন্য যান এ অনেক সহজে মেটে। ইতিহাসের তথ্য বলছে ষোড়শ শতকের শেষদিকে জাপানের বিভিন্ন শহরে হাতে টানা রিক্সা দেখা যেত। ১৯০০ শতকে জাপান থেকে জাহাজে করে কলকাতায় টানা রিক্শা আসে। তারপর আর কলকাতাকে রোখা যায় নি। তার ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে গেছে এই হাতে টানা রিকশা তবে সারা ভারতে যেমন ১৯ শতকে ইংরেজরা শাসন করেছে তেমনই কলকাতায় শাসন করেছে তখন এই হাতে টানা রিকশাই। দেখতে দেখতে যা ১৩০ বছর অতিক্রান্ত।

এই রিকশা চলতে লাগে প্রচুর পরিশ্রম। মোটামুটি ভাবে গায়ে যদি শক্তি না থাকে তবে সে হাতে টানা রিকশা ঠিকমত টানতে পারবে না। চাকার গতির সাথে চালতে লাগে প্রচুর ব্যালেন্স। এই গাড়িতে লোহার যে হাতল থাকে তা রাখতে হয় কোমর অবধি। একটু কম বা বেশি করা যাবে না। কারণ ব্যালেন্স না থাকলে সাওয়ারী পড়ে যেতে পারে। তাই নিপাট খেয়াল রাখতে হয় চালকের। কাট ও লোহার সংযোগে এই হাতে টানা রিকশা তৈরি করা হয়। চাকাদুটি অনেকটা বড়ো ও পুরু। পাদানি হয় সম্পূর্ণ লোহার। এই রিকশায় বসার সিটটি তৈরি হয় গদি ও কাট দিয়ে। থাকে একটি ছাউনী। যা রোদ বৃষ্টি ঝর জল থেকে সওয়ারিকে রক্ষা করে। এটি ভাঁজ করা যায়। এটি সওয়ারি প্রয়োজনে ব্যবহার করে আবার খুলেও দেয়। অনেক সময় সে কারণে রিকশা ভারী হয়ে যায়। ফলে রিকশা টানতে চালকের খুব অসুবিধা হয়। আর অতিরিক্ত বলও লাগে।

বর্তমানে হাতে টানা রিকশার দিন প্রায় শেষ। যা ছিল কলকাতার এক বৃহৎ অস্তিত্ব তা আজ একেবারে অস্তাচলে। আর কেনই বা না হবে! যখন যেমন যুগ এসেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে সমাজ ব্যবস্থা। একসময় বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি জায়গা থেকে এই কলকাতায় রিকশা চালাতে লোকেরা আসতো। তারা দিনের পর দিন মাসের পর মাস কলকাতায় রোজগারের উদ্দেশ্যে পড়ে থাকতো। না এখন আর আসে না। তাদের উত্তর পুরুষও আর কেউ এ কাজে আসছে না। আর আসবেই বা কেন? এই রিকশার বাজার একেবারে শেষ। মানুষ এখন কম সময়ে অনেক দ্রুত পরিষেবা পাচ্ছে। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার 'ক্যালকাটা হ্যাকনি ক্যারেজ অ্যাক্ট' চালু করে। যার উদ্দেশ্য হলো গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি,পালকি, হাতে টানা রিকশার উপর নিয়ন্ত্রণ করা। যদিও প্রায় পনেরো বছর আগে এই লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। কলকাতা পুলিশ জানাচ্ছে নতুন করে আর কোনো লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু এখনও টানা রিকশা চালচ্ছে তাদের কোনো লাইসেন্স নেই।

কলকাতা কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী কলকাতা শহরে এখনও তাও প্রায় চার হাজারের বেশি হাতে টানা রিকশা চলে। আইন হলেও মানবিকতার কারনে তাদের উপর কোনো চরম স্টেপ নেওয়া হয় নেওয়া হয় না। আবার ১৫ বছর আগে যখন লাইসেন্স বাতিল করা হয় তখন তৎকালীন সরকার তাদের বিকল্প কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। কারন হাতে টানা রিকশার চালকেরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে এই চালকদের উত্তর প্রজন্ম কেউ আর এই পেশায় আসতে চাইছে না। সুতরাং সরকারও আর তেমন জোর দিচ্ছে না এত প্রাচীন এই ঐতিহ্যকে জোর করে তুলে দেওয়ার জন্য। কালের নিয়মে তা এমনিই চলে যাবে। যেমন করে পালকি আর দেখা যায়। আর শোন যায় না হুমনা হুমনা শব্দ। আমরা আবেগ প্রবন। থুড়ি, বাঙালি আবেগ প্রবন। আমাদের জীবন থেকে কত কিছু হারিয়ে যায়। তবু স্মৃতির সাজঘরে নিয়মিত বেঁচে থাকে। যেমন ভাবে বেঁচে আছে আজও হাতে টানা রিকশা। আবার কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যের মধ্যে ট্রাম,পালকি অন্যতম। পালকি নেই বললেই চলে। আর ট্রাম এখনও তার ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কত কিছু সময়ের সাথে পরিবর্তন করতে হয়,নইলে চলে যেতে হয়। টাইটন ঘড়ি কি খারাপ ছিল? অবশ্যই না। তবে তা যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ। তাই তাকে চলে যেতে হয়েছে। নোকিয়া ফোন সেই একই পথে যুগের ধারায় তাল মেলাতে না পারায় ব্যর্থ। কত কিছু চলে গেছে আমাদের শৈশব থেকে ভাবুন তো একবার। লাট্টু খেলা, চোর পুলিশ খেলা, বিত্তু খেলা,টায়ার খেলা, ইকির মিকীর ,গাঁধী, ছোঁয়া ছুঁই,লুকোচুরি,রুমাল চোর, ছু কিত কিত, কানা মাছি,রান্না বাড়ি এরকম কত কি শৈশব স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। বিকল্প অনেক গেম এসেছে। সেগুলি সমাদর পেয়েছে। তবুও আমাদের সেই সব স্মৃতিগুলি অমলিন হয়ে যায়। হাতে টানা রিকশা নিয়ে আমাদের নস্টালজিয়ার অন্ত নেই। এটা আমাদের কলকাতার পুরনো ঐতিহ্যের এক বার্তা বাহক এক যান। আমরা আলাদা নিয়মেও এই যান মানে রিকশাকে কিছুতেই বাদ দিতে পারি না। আর কে না জানে পুরনো কলকাতার ছবি আঁকতে গেলে ট্রাম, কয়লার গাড়ি, গ্যাসবেলুন, হাত পাখা, ডাকের লোক, পালকি, টাঙারিকশা মানে ঘোড়ার গাড়ি,ফুটপাত,বাঙালির ধুতি এ রকম কত বিষয় আমাদের স্মৃতির ঘরে উঁকি মারবে তার অবধি নেই। হাতে টানা রিকশা কলকাতার অন্য ঐতিহ্য বহন করে। তাছাড়া এখনও যখন দেখি যে বৈঠকখানা রোডে হাতে টানা রিকশা যেভাবে যত পরিমাণে মাল নিয়ে যায় তা বোধহয় অন্য কোনো যান নিয়ে যেতে পারে না। সুতরাং এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে তা সম্পূর্ণ বলা যাবে না। তবে একটি বিষয় খারাপ লাগে যে আজও একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে জাস্ট পয়সার বিনিময়ে পায়ে হাঁটা দুপদি জিবে পরিণত করেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আবার অতশত ভাবলেও চলে না। তবে ঐতিহ্যের নিরিখে এটা থাক না কোনো বাহুল্যতা ছাড়া আমাদের কালচার, আমাদের ঐতিহ্য থুড়ি কলকাতার সংস্কৃতির বার্তা বহন করে। এ তো কম পাওয়া নয়। তাই হাতে টানা রিকশা থাক না স্মৃতি থেকে চলমান সাজঘরে — না হয় একটু একটু করে।

সুখী রাজপুত্রের মৃত্যু

সুবল সরদার

দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বাবা পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মা গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। সন্দেশের সঙ্গে আমার পরিচয় কলেজ লাইফে। একবার কলেজ স্ট্রিট থেকে একটা সন্দেশ কিনি। তখন সন্দেশ পত্রিকা পড়া মানে গর্বের ব্যাপার। সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার ও নলিনী দাশের সম্পাদনা। সন্দেশ কলেজে লুকিয়ে পড়তাম। একজন দেখে ফেলে সে কী টানাটানি! সেই পত্রিকাটি এখন আমার সংগ্রহশালায় আছে। খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে আরও তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস পাই। একবার মহিলা পুলিশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে ধরতে গেলে, শুভেন্দু অধিকারী বললেন মহিলা পুলিশ কখনো তাঁকে ছুঁতে পারে না। মহিলা পুলিশ কখনো পুরুষদের ধরতে পারে কিনা তাই নিয়ে তখন রাজ্যে জোর তর্কবিতর্ক চলেছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটা প্রতিবেদন লিখে দীপদার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই। লেখাটা খুব ভালো বলে, তিনি লিখলেন অন্য রাজ্যে পুলিশ সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। এমন তথ্য জেনে আমি অবাক হয়ে যাই। তিনি খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। লেখালিখি ছাড়া তিনি প্যাঁচার ছবি সংগ্রহ করতেন।

সাত সকালে হঠাৎ শুনলাম দীপদার মৃত্যু। তিনি ১০ সেপ্টেম্বর পুজোর আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। খবরটা আমাকে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক হাননান আহসান। আহসানদা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন দীপদার সঙ্গে। যখন শুনলাম তিনি সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আমি বিস্ময়ে হতবাক। আমার কাছে বিশাল ব্যাপার। আহসানদা এসেছিলেন আমার অফিসে হাইকোর্টে একটা বিশেষ কাজে। ফোনে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন দীপদার সঙ্গে। প্রথমে একটু জড়তা বোধ করছিলাম। উনি নিজেই সেই জড়তা কাটিয়ে বললেন তুমি তো খুব ভালো জায়গায় আছো, একেবারে খবরের মধ্যে। হাইকোর্টের কত খবর আছে লিখতে শুরু করো। খুব উৎসাহবোধ করি। তারপর উনি নিজেই বললেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জায়গা নিয়ে হাইকোর্টে একটা মামলা হয়েছিল; একটা সুন্দর ফিচার হয়, খোঁজখবর নিয়ে লেখ। পরে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে লিখি সেই কাহিনি। জায়গার মালিক হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। তিনি জিতেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার মাসে মাসে ১০ টাকা করে তাকে দিতেন জায়গার ভাড়া হিসাবে। এই লেখাটি যুগশঙ্খের রবিবারীয় বিভাগে ছাপা হয় এবং পাঠক সমাজে দারুণভাবে প্রশংসা পায়। লেখাটা দীপদার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিলে উনি খুব খুশি হন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন একদিন সন্দীপ রায়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করাবেন। যাওয়া আর হলো কোথায়? শুনলাম মারণ ক্যান্সার আক্রান্ত তিনি। পরে একটু সুস্থ হলে দু'একবার ফোন করেছিলাম। ভেবেছিলাম এ যাত্রায় তিনি বেঁচে যাবেন। কিন্তু বিধি বাম। মৃত্যু পরোয়ানায় তিনি তো আগে থেকেই সই করে রেখেছিলেন। ছড়ার জগতে তিনি আকাশের চাঁদ। ছড়ার যুবরাজ নামে সকলের চেনে। সেই চেনা মানুষটা আজ সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন এক নতুন ছড়ার দেশে — ছড়ায় ছড়ায় তারায় মিলিয়ে গেলেন।

দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বাবা পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মা গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। সন্দেশের সঙ্গে আমার পরিচয় কলেজ লাইফে। একবার কলেজ স্ট্রিট থেকে একটা সন্দেশ কিনি। তখন সন্দেশ পত্রিকা পড়া মানে গর্বের ব্যাপার। সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার ও নলিনী দাশের সম্পাদনা। সন্দেশ কলেজে লুকিয়ে পড়তাম। একজন দেখে ফেলে সে কী টানাটানি! সেই পত্রিকাটি এখন আমার সংগ্রহশালায় আছে। খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে আরও তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস পাই। একবার মহিলা পুলিশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে ধরতে গেলে, শুভেন্দু অধিকারী বললেন মহিলা পুলিশ কখনো তাঁকে ছুঁতে পারে না। মহিলা পুলিশ কখনো পুরুষদের ধরতে পারে কিনা তাই নিয়ে তখন রাজ্যে জোর তর্কবিতর্ক চলেছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটা প্রতিবেদন লিখে দীপদার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই। লেখাটা খুব ভালো বলে, তিনি লিখলেন অন্য রাজ্যে পুলিশ সর্বদা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার হয়। এমন তথ্য জেনে আমি অবাক হয়ে যাই। তিনি খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। লেখালিখি ছাড়া তিনি প্যাঁচার ছবি সংগ্রহ করতেন। তিনি কত রকমের প্যাঁচার ছবি পাঠিয়ে ছিলেন আমাকে। বৌদি বলেছিলেন প্যাঁচা তাঁর খুব প্রিয়। সবুজ অলি নিয়ে একটা রূপ কথার গল্প লিখি। আশা ছিলো সন্দেশ পত্রিকায় ছাপা হোক। ভয়ে ভয়ে লেখাটা পাঠাই। উনি খুব প্রশংসা করে লেখেন, লেখা আরো একটু বড়ো চাই আর ন্যারেটিপে হলে ভালো হয়। ভেবেছিলাম ঠিক করে লেখাটা পাঠাবো। সময়ের জন্যে আমি আর লিখে উঠতে পারিনি।

তিনি ছোটোদের জন্যে অজস্র গল্প, ছড়া লিখছেন। ছড়ার রাজপুত্র হলেও তিনি লিখেছেন প্রবন্ধ, উপন্যাস, নিবন্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'গোলকুন্ডার হিরে', 'ইচিং বিচিং', 'লেটুসপাতা পুটুস ফুল', 'দীপ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া', 'এলেবেলে', 'রস পদাবলি', 'ভূতের হট্টমেলা', 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'এইহময়ের ছড়া' এবং যাদের নিয়ে তাঁর ভালোবাসার জগৎ সেই প্যাঁচাদের নিয়ে লিখেছেন 'প্যাঁচার পাঁচালী ও ইত্যাকার ইতিবৃত্তান্ত'। তিনি এই বছরে পান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার'।

কখনো ভাবিনি তাঁকে নিয়ে লিখবো অময়ের গল্প। এই দুঃখেভরা স্মৃতিচারণ। এটা ধৃষ্টতা নয়। অসময় ভালোবাসার করুনা নয়ও। তাঁর উদার হৃদয় খুব সহজে আমাকে মিশতে সাহায্য করেছে। আমি ধন্য। আমি গর্বিত এমন একজন বিদগ্ধ লোকের সান্নিধ্য পেয়ে। এতো ভালোবাসা কী কপালে হয়? তাই নিশীথ শেষের আগে শেষ হয় আমাদের ভালোবাসার গল্প তখনও জোনাকি আলো জ্বলছিল। ২০২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ৫টা ২০ তে তিনি শুরু করেন তার নতুন দুঃসাহসিক যাত্রা ওডিসি। আপনি ভালো থাকুন তারায় তারায় ছড়া হয়ে। ছড়ার দেশে আরো ছড়া লিখুন নতুন করে। 'হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা/আসলে লবডঙ্কা করেঙ্গা—।' অথবা 'কুড়িখানা/শুড়িখানা/ পিছু পিছু চলে/ রেখো মা গো মদে-ভাতে/অ্যালকোহলে এ।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতায় এবার পথে কালনার মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ডেঙ্গু মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে প্রশাসনের। তাই ডেঙ্গু নিয়ে কালনাবাসীকে সচেতন করতে এবার পথে নামলেন কালনার মহকুমা শাসক। শুক্রবার কালনা কোর্ট চত্বর থেকে ছোট দেউড়ি বাজার, চকবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন করেন কালনা মহকুমা শাসক। একই সঙ্গে এলাকার মানুষকে সচেতনও করেন। বিভিন্ন দোকানের ময়লা আবর্জনা রাস্তার ধারে না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার কথাও বলেন তিনি। তিন জন দোকানদারকে ৫০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল, কালনা পুরসভার পুরপতি আনন্দ দত্ত, কাউন্সিলর অনিল বসু সহ বিশিষ্টজনরা।

অপর দিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমানে প্রায় সাড়ে ৭০০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত। তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়। শুক্রবার এই বিষয়ে বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি লোকমঞ্চের অ্যানেক্স হলে জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ, পুরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে এক বিশেষ বৈঠক করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসাদ লোহার জানান, পঞ্চায়েত লেভেলের জনপ্রতিনিধিরা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাবেন এবং কোথাও জমা জল রয়েছে কিনা সে বিষয়ে নজর দেবেন এবং তাঁদেরকে ডেঙ্গুর বিষয়ে সচেতন করবেন। শনিবার থেকে তাঁরা তাদের অভিযান শুরু করবেন। কী করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা যায় সেই নিয়ে তাঁরা বৈঠকে বসেন। এ বিষয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, প্রশাসন ও জেলা পরিষদ সম্পূর্ণভাবে সজাগ রয়েছে। পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় স্প্রে শুরু করেছে। এমনকি কেউ বাড়িতে যদি না থাকে। বাড়ি ফাঁকা থাকলে, সেখানে প্রশাসনিক সাহায্য নিয়ে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পূর্ব বর্ধমানে পূর্বস্থলী ১ ও ২ কালনা-১ ও ২ এই জায়গাগুলোতে ডেঙ্গুর প্রভাব এখনও বেশি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নিম্নমানের খাবার অভিযোগে আইসিডিএস কেন্দ্রে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অতি নিম্নমানের খাবার, তাতে আবার মাঝে মধ্যেই পোকামাকড় মেলে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, পর্যাপ্ত খাবারও মেলে না। ইচ্ছে মতো আসা যাওয়া করেন কর্মীরা। এমনই নানা অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে আইসিডিএস এর দেওয়া খাবার ফেলে কর্মীদের ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের শ্যামদাসপুর গ্রামের মানুষ।

বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের শ্যামদাসপুর ২ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে রান্না করা খাবার সংগ্রহ করেন প্রসূতি মা ও শিশু মিলিয়ে মোট ৫৬ জন। কিন্তু এই আইসিডিএস কেন্দ্র নিয়ে অভিযোগের সীমা নেই স্থানীয়দের। স্থানীয়দের দাবি, এই কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন না থাকায় রান্না হয় স্থানীয় এক বাসিন্দার উঠোনে। এতদিন খোলা আকাশের নীচে রান্না হলেও, সম্প্রতি সরকারি ভাবে একটি ত্রিপল দেওয়ায় সেই ত্রিপল টাঙিয়েই চলে রান্নাবান্না। রান্নার জায়গার আশপাশেই জমে রয়েছে কাঠ, ইট ও টালির স্তূপ। তার মাঝেই একটু ফাঁকা জায়গাতেই চলে রান্নাবান্না। যে কোনও সময় সাপ, কাঠের স্তূপ থেকে পোকামাকড় খাবারে মিশে যেতে পারে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের রান্না করা খাবারে।

শুধু তাই নয়, এই কেন্দ্রের রান্না করা খাবারের মান নিয়েও বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিন চাল ও ডাল ফুটিয়ে তা দেওয়া হয় প্রসূতি মা ও শিশুদের। খিচুড়ির নামে যা দেওয়া হয় তাতে না থাকে সবজি, না থাকে তেল মশলা। সেই খিচুড়িতেই মাঝে মধ্যে মেলে পোকামাকড়। শিশু ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সেই খাবার খাওয়াতে ঝুঁকি নেন না স্থানীয়রা। দেওয়া খাবারের পরিমাণও অত্যন্ত কম।

স্থানীয়দের দাবি, সময়মতো ওই আইসিডিএস কেন্দ্রে আসেন না কর্মীরা। প্রতিদিন প্রসূতিদের দেওয়া হয় না আস্ত ডিম। আইসিডিএস কেন্দ্রে লেখাপড়া করানোর বালাই নেই। এই সব অব্যবস্থার প্রতিবাদে আজ আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে দেওয়া খিচুড়ি ফেলে বিক্ষোভে সামিল হন ওই আইসিডিএস কেন্দ্রের উপভোক্তা ও অভিভাবকরা। আইসিডিএস কেন্দ্রের পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা মেনে নিলেও ওই আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবারের মান খারাপ তা মানতে চাননি কর্মরত আইসিডিএস কর্মীরা। সমস্ত অভিযোগ শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় সানবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েত। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, টাকা বরাদ্দ থাকলেও শুধুমাত্র জায়গা না মেলায় ওই আইসিডিএস এর নিজস্ব ভবন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে যত শীঘ্র সম্ভব স্থানীয় কোনও ক্লাবের ভবনে আইসিডিএস কেন্দ্রটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

সুকান্ত মজুমদারকে আইনি নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের অভিযোগে তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠাতে চান কালনার তৃণমূলের বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ ওরফে পল্টু বাগ।

গত বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার পানু হাটের লুমলেসের মাঠে বিজেপির জনসভার মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সাংসদ তথা রাজ্যের বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও কালনার বিধায়ক পল্টু বাগের নামে নানারকম কুবক্তব্য করেন। বিশেষ করে পল্টু বাগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দেবপ্রসাদ বাগ যখন কালনা পুরসভার পুরপতি ছিলেন, সেই সময় হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি তিনি করেছেন। আপনারা কাগজ জোগাড় করে আমাকে দিন আমি দপ্তরে পাঠাব।' পাশাপাশি কালনার এক কাউন্সিলরের স্বামীর আত্মহত্যা নিয়ে মন্তব্য করেন সুকান্ত মজুমদার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব প্রসাদ বাগ বলেন, 'বৃহস্পতিবার কাটোয়ার জনসভায় সুকান্তবাবু যে অভিযোগ তাঁর ওপর এনেছেন, তা যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন। ১০০০ কোটি নয়, উনি আমার ২০ কোটি টাকার সম্পত্তি দেখাক।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, সুকান্তবাবুকে উত্তর চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠাতে চলেছেন তিনি। তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

চুরির ঘটনায় যুক্ত অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার মলানদিঘি ও তার আশপাশের এলাকার চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইরফান মোল্লা নামের বীরভূমের ইলামবাজারের বাসিন্দাকে কুলডিহা এলাকার কুনুর ব্রিজের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মলানদিঘি ও আশপাশের এলাকার বেশ কয়েকটি এলাকায় চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে ওই ব্যক্তির সন্ধান পায় পুলিশ। খবর পাওয়ার পর ওই ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছিল। বৃহস্পতিবার রাতে ওই ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন কুলডিহা এলাকায় উপস্থিত থাকার সূত্র মারফত খবর পায় পুলিশ। হানা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলেও বাকিরা পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী]

কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা

[illegible]

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ গোয়ালিয়র অধিক্ষেত্র অধীন "মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন। একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
প্রকৃতি প্রেরণা ফাউন্ডেশন
শ্রীনিবাস রাচাকোন্ডা
ডিরেক্টর
(ডিন-০২৪০২০০২)

তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

ফর্ম জি

অরবিট ফিনান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রা. লি., আর্থিক কার্যাবলী পরিচালনকারী সংস্থা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অরবিট ফিনান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রা. লি. CIN : U74140WB2009PTC136173 PAN : AABCO2090G
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩ কলকাতা, কলকাতা পব ৭০০০০১ ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২২-২৩-এ কোনো রেভিনিউ নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল মাধ্যমে cirp.orbit777@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে -	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল মাধ্যমে cirp.orbit777@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৫ অক্টোবর ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭ অক্টোবর ২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২২ অক্টোবর ২০২৩
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীর চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৫ অক্টোবর ২০২৩
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগেণের প্রস্তাব পরিকল্পনার জন্য মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং অনুরোধের বিস্তারিত ইস্যুর তারিখ	৩০ অক্টোবর ২০২৩
১৫.	রেজলিউশান প্ল্যান জমা দেবার শেষ তারিখ	২৯ নভেম্বর ২০২৩
১৩.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.orbit777@gmail.com

পঙ্কজ কুমার কেডিয়া-প্রস্তাবক পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-2018/11710
১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৪, কলকাতা - ৭০০০০১
অরবিট ফিনান্সিয়াল কনসালট্যান্টস প্রা. লি.-এর পক্ষে

তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১। শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: চন্দ্রশেখর সিং, ই-মেল আইডি: c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি, [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলি আইনের ই-নিলাম (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৬.১০.২০২৩ সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ: "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ ভালোভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

ক্র. নং - ১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধককৃত/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র **ভিত্তিতে** বিক্রি করা হবে **১৬.১০.২০২৩** তারিখে **১১,০০,২১,৭৫৯.০০ টাকা** ৩০.০৪.২০১৪ **অনুযায়ী** সহ উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি হারে ভবিষ্যৎ সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ঋণগ্রহীতা **মেসার্স কে ডি এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড,** ঠিকানা- ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট, নং ৪এ, ৫ম তল, পোস্ট- গড়িয়াহাট, থানা- রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **শ্রী বিবেক খেমকা,** বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১ তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১, আলিপুর রোড, পোস্ট ও থানা- আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭, **শ্রীমতী কবিতা খেমকা,** ঠিকানা- ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট, নং ৪এ, ৫ম তল, পোস্ট- গড়িয়াহাট, থানা- রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **শ্রীমতী তনু খেমকা,** বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১ তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১, আলিপুর রোড, পোস্ট ও থানা- আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭ -এর বকেয়া আছে।

(জ্ঞাত দায়, যদি কিছু থাকে,সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি	রিজার্ভ মূল্য	বায়না টাকা জমা	বর্ধিত মূল্য
১) অফিস স্পেস যার পরিমাপ ৭৫৫ বর্গফুট, ৬ষ্ঠ তল, প্রেমিসেস নং ১, টোব্যাকো হাউস, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, কলকাতা- ৭০০০০১, দলিল নং আই- ০১৫৯৯, **বিবেক কুমার খেমকা এবং অরবিন্দ খেমকার নামে।**	৬২,০০,০০০.০০ টাকা	৬,২০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা
২) অফিস স্পেস যার পরিমাপ ২৪১ বর্গফুট, অফিস ইউনিট নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তল, প্রিমিসেস বাতসল্য চেম্বারে, ৪এ এনসি দত্ত সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, দলিল নম্বর আই-৬৫০৩, **কবিতা খেমকা এবং তনু খেমকার নামে।**	২১,০০,০০০.০০ টাকা	২,১০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা
৩) মৌজা আম্রসোটা, জেএল নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ২৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৩০ এবং ৮২, আরএস দাগ নং ১১২৯, এলআর দাগ নং ১৬১১, পোস্ট ও থানা- রাণীগঞ্জ, জেলা - বর্ধমানে ৪ কাঠা ৩ ছটাক পরিমাপের জমি। দলিল নং আই-১৬৯১, **অরবিন্দ খেমকার নামে।**	১৮,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.১০.২০২৩ | বাস্তবিক দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৫০৩, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্র. নং - ২

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র **ভিত্তিতে** বিক্রি করা হবে **১৬.১০.২০২৩ তারিখে ১,৭৯,১১,৩৬৯.৪৮ টাকা** ০৪.০১.২০১৭ **অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য** যা ঋণগ্রহীতা **অ্যামি দোশি** এবং **নীলেশ দোশি**, ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা- ৭০০০১৯- এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে। **রিজার্ভ মূল্য** হবে **২,৫২,০০,০০০.০০ টাকা, বায়না টাকা জমা** হবে **২৫,২০,০০০.০০ টাকা** এবং **বর্ধিত মূল্য** হবে **১,০০,০০০.০০ টাকা।**

জ্ঞাত দায়, যদি কিছু থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মৌজা- জগন্নাথপুর, সোনারপুরে অবস্থিত খালি জমি, জমির এলাকা- ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৮৭৬, আরএস - ৩০৭, জে.এল. নং- ৫১, খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশনপল্লী রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজপুর- সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, সোনারপুর, জেলা-২৪ পরগণা (দক্ষিণ), পিন- ৭০০১৫০, ২০০৭ সালের দলিল নং ২৬৯৫, **শ্রীমতী অ্যামি দোশি এবং শ্রী নীলেশ দোশির নামে।**

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.১০.২০২৩ | বাস্তবিক দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৯৪৯৫, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্র. নং - ৩

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র **ভিত্তিতে** বিক্রি করা হবে **১৬.১০.২০২৩** তারিখে, **২৪,৪২,৪১৩.৪০ টাকা ০৩.০৭.২০১৮ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে উপরোক্ত অঙ্কের উপর চুক্তিহারে ভবিষ্যৎ সুদ ও সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য, যা সুরক্ষিত উত্তমর্ণের প্রাপ্য, **শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়া,** ফ্ল্যাট এনআরএফ-২৪৩, ডিএলএফ নিউটাউন, হাইট, রাজারহাট ব্লক-৬, কলকাতা-৭০০১৫৬, **শ্রী চন্দন পরশরামপুরিয়া, জামিনদার,** ফ্ল্যাট এনআরএফ-২৪৩, ডিএলএফ নিউটাউন, হাইট, রাজারহাট ব্লক-৬, কলকাতা-৭০০১৫৬ -এর কাছ থেকে, **রিজার্ভ মূল্য** হবে **১৯,১৯,০০০.০০ টাকা, বায়না টাকা জমা** হবে **১,৯১,৯০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

জি+৪ তলা ভবনের সামনের অংশে লিফ্ট ব্যবস্থা সহ, কমবেশি ৯৫০ বর্গফুট সুপার-বিল্ট-আপ এলাকাযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক করা ফ্ল্যাট নং সি১ -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আছে , মোজাইক তল, ২টি বেড রুম, ১টি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, ২টি ডব্লিউ.সি. সহ টয়লেট, ১ রান্নাঘর এবং ১ বারান্দা এবং সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ সাধারণ পরিষেবা এবং খরচ সহ সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং এছাড়াও ফিক্সচার এবং ফিটিং, তফসিল "এ" অনুসারে এখানে লিখিত এবং তফসিল 'সি'-তে উল্লিখিত ফ্ল্যাটটিতে বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন এবং মঞ্জুরিকৃত বিল্ডিং প্ল্যান বিয়িং নং ১৯৯ সাল- ২০০৬-২০০৭,তারিখ ২৪.০৩.২০০৭ চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত এবং উক্ত ফ্ল্যাটটি অবস্থিত পুলিশ স্টেশন- চন্দননগর অধীন, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং পূর্বতন ১৩০/এ এবং তারপর ১৪৮/এ, এবং বর্তমানে ১৬২ -এর সীমার মধ্যে, জি.টি. রোড (পশ্চিম), পিন- ৭১২১৩৬। ফ্ল্যাটের প্ল্যানটি এখানে সংযোজিত লাল সীমানা দিয়ে চিত্রিত এবং সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং এই প্ল্যানটি দলিলের অংশ। **দলিল নং আই-০২০৮৫/২০১৬, শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়া নামে।**

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.১০.২০২৩ | বাস্তবিক দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৮৯৬১, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্র. নং - ৪

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র **ভিত্তিতে** বিক্রি করা হবে **১৬.১০.২০২৩** তারিখে, **২০,৪৫,৩৫৯.০০ টাকা ০৩.০৭.২০১৮** অনুযায়ী সেইসঙ্গে উপরোক্ত অঙ্কের উপর চুক্তিহারে ভবিষ্যৎ সুদ ও সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর **মেসার্স লক্ষ্মী গার্মেন্টস,** তেঘরিয়া মানিকডাঙ্গা রোড-১, সোদপুর, কলকাতা- ৭০০১১০, **শ্রী রণবীর মুখার্জি,** পিতা শ্রী রমেন্দ্র মোহন মুখার্জি, এ/৪০ সানভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, এইচবি টাউন রোড নং ২ সোদপুর, ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা-৭০০১১০, **শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জি,** স্বামী শ্রী রমেন্দ্র মোহন মুখার্জি, এ/৪০ সানভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, এইচবি টাউন রোড নং ২ সোদপুর, ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা-৭০০১১০ -এর বকেয়া আছে।

(জ্ঞাত দায়, যদি কিছু থাকে,সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি	রিজার্ভ মূল্য	বায়না টাকা জমা	বর্ধিত মূল্য
১) উল্লিখিত বহুতল বিল্ডিং-এর ব্লক-এ-এর নিচতলায় প্রায় ৬৩৭.৫ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত একটি আবাসিক ফ্লোরের ফ্ল্যাটের সকল যা প্লট নং এ-৪০, হোল্ডিং নং ৬০, এইচ. বি. টাউন রোড নং ২, ওয়ার্ড নং ৩১ থানা- খড়দহ এর মধ্যে পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, [illegible]	১১,১৫,০০০.০০ টাকা	১,১১,৫০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা
২) [illegible]	৯,২৪,০০০.০০ টাকা	৯২,৪০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা

উভয় সম্পত্তির মালিক- শ্রী রণবীর মুখার্জি এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জি

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.১০.২০২৩ | বাস্তবিক দখল | এসএআরবি ফাইল নং ১৮৮৮১, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

[illegible] www.sbi.co.in [illegible] https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp [illegible] https://ibapi.in

তারিখ: ৩০.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই, RACPC, বেহালা ব্রাঞ্চ (১৭৮৯৯)
৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩, ই-মেল : sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** সন্ধ্যালয়া অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতল,হোল্ডিং নং সি২-২০/৮০, কুমোর পাড়া রোড, থানা- মহেশতলা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪১। **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** পিতা প্রয়াত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, গ্রাম এবং পো- সুভাষনগর, থানা -রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪, **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** পিতা প্রয়াত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, গ্রাম এবং পো- সুভাষনগর, থানা -রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থ তলে, (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে), পরিমাণ কমবেশি ৫৫০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ (দুই) বেড রুম,১(এক) কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) টয়লেট, অবস্থিত মৌজা - মহেশতলা,জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ৬৩, তৌজি নং ৬৬, সাবেক দাগ নং ১৪২৩/১৬৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৯৪, থানা -মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভা হোল্ডিং নং সি২-২০/৮০, কুমোরপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২২ অধীন,কলকাতা -৭০০১৪১, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে: অজিত ভট্টাচার্যর জমি, দক্ষিণে: অধ্যাপক দেবল রায় এর দাগ নং ১৬৭৪ জমি,পূর্বে : শৈলেন ঘড়ুইয়ের জমি, পশ্চিমে: ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ সমন্বিত।	**১৩(২) ধারাধীনে নোটিশের তারিখ ১৮.০৯.২০২৩** **এনপিএ তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩**	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন : এ/সি নং ৩৭০৫০৬৪৫৮৯৯, সুরক্ষা লোন : এ/সি নং ৩৭০৫০৬৫১৩৩৬ (৭৫৯৩২৬.০০-১৯০৩২.০০ টাকা **মোট পরিমাণ - ৭৭৮৩৫৮.০০ টাকা** (সাত লাখ আটাত্তর হাজার তিনশো আটান্ন টাকা) টাকা। আপনারা আরও পরবর্তী সুদ চুক্তির হারে এবং ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩, স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 9331059060–9831919791

SBI — এসবিআই মেদিনীপুর ব্রাঞ্চ (০০১৩২)
পোস্ট - মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১
ফোন নং - (০৩২২২) ২৭৫১৩০/২৬১০৪০ ই-মেল -sbi.00132@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No- 33761356989

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২ -৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **২৫.০৭.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স বুবাই এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা শ্রীমতি গায়ত্রী সিংঘ, স্বামী শ্রী বাবলু সিংঘ, হবিবপুর, পোস্ট- মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, পিন - ৭২১১০১, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, এবং জামিনদাতা শ্রী বাবলু সিংঘ পিতা নীরদ বরণ সিংঘ, পো. মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালি, পিন - ৭২১১০১, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর,** কে নোটিশে উল্লিখিত **৮,৫৮,৭৬০.০০ টাকা (আট লাখ আটান্ন হাজার সাতশো ষাট টাকা) টাকা ২৪.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ৮,৭৬,০৮৯.০০ টাকা (আট লাখ ছিয়াত্তর হাজার উননব্বই টাকা) টাকা** পুঞ্জিভীত সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বদলিল (জমি এবং ভবন) দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ:-
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন আনুমানিক এরিয়া জমি ০.০৮৯৪ একর (৫.৪১ কাঠা) এবং ভবন এরিয়া (ভবন নং -১- একতলা -২৫৩০ বর্গফুট, দ্বিতল - ১৮১২ বর্গফুট এবং তৃতীয়তল ৫৩৭ বর্গফুট। ভবন নং ২- একতলা ৫৭০ বর্গফুট, দোতলা-৫৭০ বর্গফুট) অবস্থিত মৌজা-হাবিবপুর, শ্রেণি-বাস্তু, জেএল নং ১৮৮, তৌজি নং ১৯৩৪, আরএস প্লট নং ৯৫, এলআর প্লট নং ৭৪২ এবং ৭৪৪, আরএস খতিয়ান নং ২১৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৮, অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৭২/৬৫২, মেদিনীপুর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১, থানা-কোতোয়ালী, দলিল নং ১৭৬-১৯৭৭ সালের, বুক নং ১, ভলুম ১৬, পৃষ্ঠা ৫১ থেকে ৫৩, এডিএসআর-পশ্চিম মেদিনীপুর, অনুযায়ী শ্রী বাবলু সিং,পিতা নীরদ বরণ সিং, হাবিবপুর, পো -মেদিনীপুর,জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।
চৌহদ্দি : উত্তরে : মহানালা, **দক্ষিণে :** ইন্দ্রাণী ভকত, **পূর্বে :** পুরসভা ড্রেন পাড় পরেশ পালধি, **পশ্চিমে :** সড়ক।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৮.০৯.২০২৩, স্থান - পশ্চিম মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
মিড কর্পোরেট ব্রাঞ্চ মিশন রো কলকাতা
২য় তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৩.০৭.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স হিতাইশি কে কে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রা. লি. / বন্ধকদাতা শ্রী চন্দ্র প্রকাশ প্রহ্লাদকা, শ্রীমতি উর্মিলা প্রহ্লাদকা, মেসার্স জি জে কে শেলেক্স (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. এবং আমাদের মিড কর্পোরেট ব্রাঞ্চ মিশন রো কলকাতায় ঋণগ্রহীতাকে **৩৫,৮৮,৬৭, ০৪৯.৩৭ টাকা (পঁয়ত্রিশ কোটি অষ্টআশি লাখ সাতষট্টি হাজার উনপঞ্চাশ টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **৩৬,৬৬,৯৮,২৮৪.০০ টাকা (ছত্রিশ কোটি ছেষট্টি লাখ আটানব্বই হাজার দুশো চুরাশি টাকা) টাকা** এবং (বকেয়া ব্যাঙ্কের নিটক ২৪.০৯.২০২৩ অনুযায়ী) সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারার সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৯ কাঠা ৬ ছটাক এবং একতলা নির্মাণ পরিমাণ ৫০০০ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন এবং ৬এ, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন,থানা-উল্টাডাঙ্গা,কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, মৌজা- উল্টাডাঙ্গা, ডিহি : পঞ্চান্নগ্রাম, হোল্ডিং নং ১৫, সাব ডিভিশন ৯,ডিভিশন-২, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা - ৭০০০৬৭, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১১/৩এফ ক্যানাল সার্কুলার রোড, **দক্ষিণে:** গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, **পূর্বে :** আর টি এস বসবাসের ইউনিট, **পশ্চিমে :** ৬/১ গুরুদাস দত্ত লেন। মেসার্স হিতাইশি কে কে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি.এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।
২. **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১১.৭৫ কাঠা এবং একটি শেড পরিমাণ ৮৪৬০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - দিগবেড়িয়া, জেএল নং ৭৪, আরএস নং ২৮, তৌজি নং ১১৭৮, আরএস খতিয়ান নং ১৮৩, আরএস দাগ নং ১৮৭, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ২৪৪, বাদু রোড, থানা- বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী চন্দ্র প্রকাশ প্রহ্লাদকার নামে সমুদয় সম্পত্তি।
৩. **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২৫ ডেসিমেল বা ১৫ কাঠা এবং জি-১ তলা ভবন পরিমাণ ২৩৪৭ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : বাকুল,জেএল নং ৭, আরএস খতিয়ান নং ৮৬৪, এলআর খতিয়ান নং ৫২৭/১,২১৪/১, আরএস/এলআর দাগ নং ২২৬, জগৎবল্লভ ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ২৫০২, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, অনুযায়ী শ্রীমতি উর্মিলা প্রহ্লাদকার নামে সমুদয় সম্পত্তি।
৪. **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১ বিঘা ১৫ কাঠা ১.৪৪ ছটাক এবং একতলা নির্মাণ পরিমাণ ৪৬৫৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণহাট, জেএল নং ৭৩, আরএস দাগ নং ৪৫, ৪৬/১৯৫, ৪৬, বারাসত পুরসভা অধীন, থানা-বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, অনুযায়ী মেসার্স জিজেকে শেলেক্স ইন্ডিয়া প্রা. লি. এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮৯৮০৮/২২৪৮৮১৭৩ ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৪৩০০২১/২২১০৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com,

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ('**কোম্পানি**') এর সদস্যদের ধারা ১১০ এর সাথে পড়া ১০৮ এর বিধান অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, আইন, ২০১৩, ('**অ্যাক্ট**') (আপাতত বলবৎ কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪, ('**বিধি**') এর ২০ এবং ২২ বিধি সহ পড়ুন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এর রেগুলেশন ৪৪, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিদের দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ('**এসএস-২**') ভারতের, প্রতিটি সংশোধিত হিসাবে, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে পড়ুন ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে সমষ্টিগতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান, এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিশেষ রেজোলিউশন অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ('পোস্টাল ব্যালট') মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের।
কোম্পানি শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পূর্বোক্ত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম **২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ('কাট-অফ তারিখ')** সদস্যদের/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে এবং যার ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত।
পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খামের সাথে নোটিশের ফিজিক্যাল কপি এমসিএ সার্কুলারে প্রদত্ত ছাড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jaibalajigroup.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই ইন্ডিয়া লিমিটেড **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**।
কোম্পানি তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ :

ই-ভোটিং শুরু	**রবিবার, ১লা অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ সকাল ৯টা (আইএসটি)**
ই-ভোটিং শেষ	**সোমবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ বিকাল ৫টা (আইএসটি)**

এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। এই সময়ের মধ্যে, **শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** (কাট-অফ-তারিখ) পর্যন্ত ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।
রেজোলিউশনের উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি সংশোধন করতে পারবেন না। ভোটের অধিকারগুলি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তিনি তথ্যের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করবেন।
কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ নিয়োগ করেছে মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা (FRN : P2010WB042700), একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে।
স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পরিচালিত ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও অবহিত করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jaiblajigroup.com** এ আপলোড করা হবে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্দেশিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের সম্মতি **(পক্ষে)** বা ভিন্নমত **(বিরুদ্ধে)** পদ্ধতির মাধ্যমে রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা নোটের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত প্রশ্ন/অভিযোগের সমাধানের জন্য যোগাযোগের বিবরণ, যদি থাকে শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩, ইমেল **helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং: এফ ৬২৮৫

তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., আইডিবিআই হাউস, ৩য় তল, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি দীপ্তিরেখা মহাকুড় এবং শ্রী প্রহ্লাদ মহাকুড় (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১) ০১.০৭.২০২৩ ২) ২৯.০৯.২০২৩ ৩) ২৬,১৭,৬৩৭.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ সতের হাজার ছশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা ১০.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসর মার্বেল মেঝে সমন্বিত(লিফট সুবিধা ব্যতীত) ফ্ল্যাট নং ৩০১, (পূর্ব দিকে) চতুর্থ তলে পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া কমবেশি সরোজিনী ভবন ২ নামে পরিচিত ভবনে ২ বেড রুম, ১কিচেন তথা ডাইনিং, ১ ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং ১ ডব্লুসি অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩২, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা -উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট, মৌজা-কোৎরঙ, জেএল নং ৮, এলওপি নং ৩৪১, আরএস দাগ নং ১৩৯২, এলআর দাগ নং ৩০৮৪, এলআর খতিয়ান নং ৭১৫১ এবং ৭১৫০, হোল্ডিং নং ৩২, ৩২/১, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা-উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা অধীন,জেলা -হুগলি, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** অশ্বিনী দত্ত নগর রোড, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** অশোক সরকারের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** পুর সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের মার্বেল মেঝে সমন্বিত (লিফট সুবিধা ব্যতীত) ফ্ল্যাট নং ১০১, (পূর্ব দিকে) দ্বিতীয় তলে পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া কমবেশি সরোজিনী ভবন ২ নামে পরিচিত ভবনে ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং, ১ ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং ১ ডব্লুসি অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩২, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা -উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট, মৌজা-কোৎরঙ, জেএল নং ৮, এলওপি নং ৩৪১, আরএস দাগ নং ১৩৯২, এলআর দাগ নং ৩০৮৪, এলআর খতিয়ান নং ৭১৫১ এবং ৭১৫০, হোল্ডিং নং ৩২, ৩২/১, অশ্বিনী দত্ত নগর গভর্নমেন্ট কলোনি নং ১, থানা-উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা অধীন,জেলা -হুগলি, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** অশ্বিনী দত্ত নগর রোড, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** অশোক সরকারের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** পুর সড়ক সমন্বিত।
২.	ঋণগ্রহীতা : ত্রিদিব মন্ডল এবং টিনা মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১) ১৬.০৬.২০২৩ ২) ২৮.০৯.২০২৩ ৩) ৫৫,৩২,৯৪৫.২৬ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ বত্রিশ হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) টাকা ১০ অক্টোবর ২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০৫ কাঠা,৪ ছটাক, কমবেশি অবস্থিত মৌজা- সুজা গ্রাম, তৌজি নং ৩৯৭, জেএল নং ৪৩, আরএস নং ২০, সাব আরএস নং ১১৬, খতিয়ান নং ১১১০,এলআর দাগ নং ১৭২, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে :দাগ নং ৫৩ জমি,দক্ষিণে : দাগ নং ১৭০ জমি,পূর্বে : দাগ নং ১৭১ এবং ৫৬ জমি, পশ্চিমে : দাগ নং ১৭২ জমি সমন্বিত।
৩.	ঋণগ্রহীতা : শাকিল আহমেদ আনসারি এবং হুসনারা খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১) ১৬.০৬.২০২৩ ২) ২৮.০৯.২০২৩ ৩) ৭০,৬৮,১৮৬ টাকা (সত্তর লাখ আটষট্টি হাজার একশো ছিয়াশি টাকা) টাকা ১০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (টাইল মেঝে সমন্বিত)অবস্থিত তৃতীয় তলে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২০০০ বর্গফুট, ৩ বেড রুম,১লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ৩ বারান্দা,৩ টয়লেট এবং ১ কিচেন বহুতল ভবনে (লিফট সহ) অবস্থিত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা- কসবা, দাগ ন ৪১৫২, খতিয়ান নং ২২৩৯, তৌজি নং ১৪৫, জেএল নং ১৩, মৌজা- কসবা, থানা-গরফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, প্রেমিসেস নং ৩৩১ এবং ৩৩২, পূর্বাচল কালীতলা রোড এবং সংশ্লিষ্ট জমি এবং ভবনের যাবতীয় সুবিধা ও পরিষেবার ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত কলকাতা- ৭০০০৭৮, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত **জমি এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে:** ৮ ফুট চওড়া চলার পথ, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া রোড, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৪১৫২(অংশ)জমি, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৪১৫২ (অংশ) জমি সমন্বিত।
৪.	ঋণগ্রহীতা : শ্রী রাহুল সিনহা	১) ২৯.০৫.২০২৩ ২) ২৮.০৯.২০২৩ ৩) ১৮,৫১,০৮৬.০০ টাকা (আঠারো লাখ একান্ন হাজার ছিয়াশি টাকা) টাকা ০৯.০৩.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৩, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭২০ বর্গফুট আনুমানিক, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ২য় তলে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই বাথ এবং প্রিভি, মেঝে মার্বেল সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট ভবনের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, সিঁড়ি, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পাম্প হাউস, পাম্প,মিটার রুম, চাতাল, লবি সকলের ব্যবহারের জায়গা অবস্থিত জি-৩ তলা ভবনে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট কমবেশি ৫ কাঠা ৫ ছটাক ২৯ (উনত্রিশ) বর্গফুট কমবেশি এবং একটি পুরানো ভাঙাচোরা নির্মাণ, মৌজা-দক্ষিণ বেহালা,দাগ নং ৯, আরএস খতিয়ান ১৮০, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৩৫১,আরএস নং ৮১,পরগনা-বালিয়া, এডিএসআর-বেহালা, ডিএসআর-আলিপুর, ঠাকুরপুকুর থানা অধিক্ষেত্রে, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫২এ,রাম রোড,কলকাতা- ৭০০০৬১, অ্যাসেসি নং ৪১১২৭১২০০৫০৩, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পূর্তি কালারস অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, **দক্ষিণে :** রিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলার মাঠ, **পূর্বে :** কেএমসি সড়ক, **পশ্চিমে :** পূর্তি কালারস অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এবং অন্যান্য সকল নির্মাণ স্থায়ী এবং অস্থায়ী বর্তমান এবং পরবর্তীর।

তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩ স্থান - কলকাতা

স্বা/ অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**", আগামী **১৮.১০.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে নীয়ে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **১.মেসার্স শিভান ইন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী** নামুকান্দি রাধাবাজার, ওয়ার্ড নং ৪, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ ৭৪২১৩৭ **২. মৃতের সম্পত্তি, প্রয়াত ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী (সম্প্রতি মৃত), (ঋণগ্রহীতা কাম স্বত্বাধিকারী কাম বন্ধকদাতা),** নামুকান্দি রাধাবাজার, ওয়ার্ড নং ৪, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ ৭৪২১৩৭ **সম্পত্তির আইনী উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী উত্তরাধিকারীগণ অর্থাৎ- ক) শ্রীমতী বুলু রানী চক্রবর্তী,** স্বামী- প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী, নামুকান্দি রাধাবাজার, ওয়ার্ড নং ৪, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ ৭৪২১৩৭ **খ) শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী,** পিতা- প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী, ঠিকানা- নামুকান্দি রাধাবাজার, ওয়ার্ড নং ৪, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ ৭৪২১৩৭ **জামিনদার(গণ) : ১. শ্রীমতী বুলু রানী চক্রবর্তী,** স্বামী- প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী, ঠিকানা- নামুকান্দি রাধাবাজার, ওয়ার্ড নং ৪, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ ৭৪২১৩৭ **২. শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী,** পিতা- প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী, ঠিকানা- নামুকান্দি রাধাবাজার, ওয়ার্ড নং ৪, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ ৭৪২১৩৭ **৩. শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী,** স্বামী- শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী, ঠিকানা- নামুকান্দি রাধাবাজার, ওয়ার্ড নং ৪, কান্দি, পোস্ট এবং থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ ৭৪২১৩৭ **৪. মৃতের সম্পত্তি, প্রয়াত সোমনাথ চক্রবর্তী (সম্প্রতি মৃত),** পিতা- প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী **(জামিনদার) প্রতিনিধিত্বকারী উত্তরাধিকারীগণ তথা শ্রীমতী রুমকি চক্রবর্তী,** স্বামী- শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী , ঠিকানা- দেবেন্দ্রগঞ্জ, বোলপুর, বোলপুর (পি), বোলপুর কোর্ট, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বীরভুম, পঃবঃ ৭৩১২০৪ **৫. শ্রীমতী রুমকি চক্রবর্তী,** স্বামী- শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী , ঠিকানা- দেবেন্দ্রগঞ্জ, বোলপুর, বোলপুর (পি), বোলপুর কোর্ট, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বীরভুম, পঃবঃ ৭৩১২০৪ এবং **৩. শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী,** পিতা- প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী" **খ) কান্দি শাখা**	১৭.০৫.১৯৭৬ তারিখের বিক্রয় দলিল নং আই-৫৬৮৫/১৯৭৬, আই-৫৬৮৬/ ১৯৭৬ দ্বারা নিবন্ধিত প্রয়াত শ্রী ব্রহ্মপদ চক্রবর্তীর নামে বিল্ডিং সহ মোট ২৪.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা কান্দির অধীনে, থানা- কান্দি, জেএল নং ০৬৩, খতিয়ান নং ১৭১৮, প্লট নং ১১৩৬/২০৬৯, হোল্ডিং নং ৭/৯৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- বলরাম ব্যানার্জির খালি জমি, দক্ষিণ- পৌরসভা সড়ক, পূর্ব- পৌরসভা সড়ক, পশ্চিম- ড্রেন তারপর সুধা কৃষ্ণ দাসের বাড়ি।	**১,৮৩,৫৫,৮০৫.৩৭ টাকা** (এক কোটি তিরাশি লক্ষ আটশত পাঁচ টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৯.০৯.২০২৩** অনুযায়ী সেইসঙ্গে সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	ক) **৩,৫০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **৩৫,০০,০০০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30090821325** ঙ) **আমাদের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল**
২.	ক) **১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ. এম. হার্ডওয়্যার মালিক : জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান **২. ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার কাম বন্ধকদাতা : জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান **৩. জামিনদার : সফিউর রহমান,** পিতা- প্রয়াত হাজী এহাসান, **৪. জামিনদার কাম বন্ধকদাতা : জনাব ইকবাল হোসেন** পিতা-সাফিউর রহমান **প্রত্যেকের ঠিকানা :** গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পোঃঅঃ- জীবন্তি, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬। **শাখা: কে. এন. রোড শাখা**	১. গ্রাম-উদয়চাঁদপুরে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মহালান্দী ২ গ্রাম-পঞ্চায়েত এর অধীনে, পোস্ট-জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন-৭৪২১৩৬, খতিয়ান-এল.আর. ২৮৬, প্লট এল আর ৯৩৪, শ্রেণী-বাড়ি.এরিয়া- ৫.৫০ ডেসিমেল। টাইটেল দলিল -এই-১৩০ তারিখ- ২৯.০৯.২০১০, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব হাসানুজ্জামান সেখের নামে আছে। সীমানা:** উত্তর- মাটির রাস্তা, দক্ষিণ- ভুজু সেখের সম্পত্তি, পূর্ব- সফিউর রহমানের জমি, পশ্চিম- পিডব্লিউডি, গোডাউন ও রোড। ২. গ্রাম-উদয়চাঁদপুরে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মহালান্দী ২ গ্রাম-পঞ্চায়েত এর অধীনে, পোস্ট-জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন-৭৪২১৩৬, খতিয়ান-এল.আর. ২৯৫৭, প্লট এলআর ৯৪০, শ্রেণী- ভিটি, এলাকা- ৪.৫০ ডেসিমেল। টাইটেল দলিল- আই- ৫২০০, তারিখ- ১৬.০৭.২০১৩, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব ইকবাল হোসেনের নামে আছে। সীমানা:** উত্তর- ৬'০০" প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণ- সাফিউর রহমানের জমি, পূর্ব- মুরসালিম সেখের জমি, পশ্চিম- রাখুহরি মন্ডলের সম্পত্তি। ৩. গ্রাম-উদয়চাঁদপুরে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মহালান্দী ২ গ্রাম-পঞ্চায়েত এর অধীনে, পোস্ট-জীবন্তি, থানা-কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ) পিন-৭৪২১৩৬, খতিয়ান-এল.আর. ২৯৫৭, প্লট আরএস ৯৩৯, শ্রেণী- ভিটি, এলাকা- ৪ ডেসিমেল। টাইটেল দলিল- আই- ৭০৪৭, তারিখ- ২১.১২.২০১১, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি জনাব ইকবাল হোসেনের নামে আছে। সীমানা:** মেইন মেটাল রোড, দক্ষিণ- হাসনুরজামান সেখের সম্পত্তি, পূর্ব- রাখ হরি মণ্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম- ১৫'০০" রোড তারপর বসির সেখের সম্পত্তি।	**৭৩,৫৭,৬৯২.২৪ টাকা** (সাত কোটি সাতান্ন লক্ষ ছয়শত বিরানব্বই টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র) (৪৮,৫৯,৪৪৪.০০ টাকা + ২৪,৯৮,২৪৮.২৪ টাকা) ২৯.০৯.২০২৩ অনুযায়ী সেইসঙ্গে সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**সম্পত্তি ১ :** ক) **৩৮,০০,০০০.০০ টাকা** (আটত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **৩,৮০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB300416607831** ঙ) **আমাদের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২ :** ক) **৫,৫০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ টাকা মাত্র) খ) **৫৫,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB300416607832** ঙ) **আমাদের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ৩ :** ক) **২৪,৫০,০০০.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ টাকা মাত্র) খ) **২,৫০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB300416607833** ঙ) **আমাদের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১৮.১০.২০২৩; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৩
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ডেঙ্গু মশা সেজে সচেতনতামূলক র‍্যালি হল মালদায়

অভিনব উদ্যোগ ললিত মোহন শ্যামমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ২৯ সেপ্টেম্বর। শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ডেঙ্গু মশা। যা দেখে ছাত্ররাও মশারির তলায় ঢুকে আসছেন স্কুলে। একবারে হই হই কাণ্ড। গোটা শহর জুড়েই পড়ে গেছে শোরগোল। আর এই ডেঙ্গু মশাকে মারতেই একজোট স্কুল পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। শুক্রবার সাতসকালে মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেই সচেতনতামূলক প্রচারে এমনই অভিনব ভূমিকা নিয়েছে মালদা শহরের ললিত মোহন শ্যামমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে মশার রূপ দেওয়া হয়েছে একজন মানুষকে সাজিয়ে। অবিকল মশার সাজে সজ্জিত রূপ নিয়ে সকাল থেকেই ঘুরে বেড়ালো মালদা শহরের রাস্তায়। প্রাণ ভয়ে ছাত্ররাও মশারির ভেতর ঢুকেই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করল। এরকম অভিনব কায়দার প্রচার দেখতেই এদিন সকাল থেকেই মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিড় করেন। আর এই সচেতনতামূলক র‍্যালিতে অংশ নেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু

চৌধুরী এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় দে সহ বিশিষ্টজনেরা।

উল্লেখ্য, মালদা শহরে ডেঙ্গু থাবা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই মালদা মেডিকেল কলেজে হু হু করে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর এই মরশুমে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১২ জন। চলতি বছর এই মাসের মরশুমে এখনো পর্যন্ত ১১২৩ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। চলতি সপ্তাহে ৪০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্তের হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে মেডিক্যাল কলেজে। আর এই পরিস্থিতিতেই জেলা প্রশাসন ডেঙ্গু নিধনের ক্ষেত্রে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। তবে মালদা শহরে এই প্রথম কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডেঙ্গু সচেতনতামূলক প্রচারে র‍্যালি করল। এদিন ললিত মোহন শ্যামমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেই একজন শিল্পীর মাধ্যমে মশা রূপ দেওয়া হয়। মশা যে কিভাবে ডেঙ্গু সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তা র‍্যালির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে মশারি ব্যবহার করাটা কতটা জরুরি তাও কচিকাঁচা পড়ুয়াদের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হয়।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, কোনওরকম ভাবেই বাড়িতে অযথা জমা জল যাতে না থাকে। মশার লার্ভা নিধনের ক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডার ছেটানো এবং নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করা নিয়ে সচেতন হতে হবে সকলকে। ইতিমধ্যে পুরসভা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মালদা শহরের ছাদে যাতে জমা জল না থাকে তার জন্য ড্রোন উড়িয়ে তদারকি চালানো হচ্ছে। এদিন এই স্কুলের পক্ষ থেকেও ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক র‍্যালি করা হয়েছে।

ললিত মোহন শ্যামমোহনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সমীর ঘোষ জানিয়েছেন, ডেঙ্গু সচেতনতায় এ দিন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে মালদা শহরে একটি র‍্যালি করা হয়েছে। সেখানে মশার আদলে একজনকে সজ্জিত করেই মানুষের কাছে প্রচারে তুলে ধরা হয়েছে। মশাবাহিত ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মানুষকে কিভাবে সচেতন হওয়া দরকার তাও স্কুলের ছাত্রদের মাধ্যমে র‍্যালিতে তুলে ধরা হয়।

আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের উপস্থিতিতে দিল্লি যাত্রা তৃণমূল কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আগামী ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যুতে দিল্লির বুকে ধরনা আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেসের। সেই ধরনা কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য আরামবাগ থেকে শতাধিক তৃণমূল কর্মী ও নেতা রেলে করে যাত্রা করল শুক্রবার। এদিন আরামবাগ রেলস্টেশন থেকে তারা যাত্রা শুরু করে। তারপর হাওড়া থেকে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পৌঁছবে। পরেরদিন আবারও ট্রেনে করে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা, আরামবাগের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লিতে ধরনা দেওয়ার কথা একুশে জুলাই সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। তৃণমূল জনপ্রতিনিধি ও কর্মী সমর্থকদের জন্য ভাড়া করা হয়েছে কুড়ি বগির ট্রেন। ১০০ দিনের

কাজ, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে। এই প্রাপ্য আদায়ের দাবিতে ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লির বুকে ধরনা কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ ও তৃণমূল কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্ব শুক্রবার কলকাতায় পৌঁছাচ্ছে। সেইমতো এদিন আরামবাগ থেকেও শতাধিক কর্মী সমর্থক কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। শনিবার সকালে তারা দিল্লির ট্রেন ধরবেন বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে দিল্লিতে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচি রয়েছে। সেই কর্মসূচিতে আরামবাগ থেকে তৃণমূল কর্মীরা যাচ্ছে। আমরা তাদের রেল যাত্রার শুভ কামনা করি। আগামীকাল আমরা দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। অপরদিকে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বলেন, বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মী হবে। সেই কর্মসূচি সফল করার জন্য আজ থেকে সেই যাত্রা শুরু হল। পাশাপাশি আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো আজ থেকে আমরা দিল্লি যাত্রা শুরু করলাম। সবমিলিয়ে এদিনের এই কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল কর্মী ও নেতাদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হতেই ডেঙ্গু প্রতিরোধের বার্তা সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি হল। পূর্ণাঙ্গ কমিটি নির্বাচিত করেই সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানালেন, রাজ্যে বাড়তে থাকা ডেঙ্গু নিধনই হবে নতুন জেলা পরিষদের কাজ। শনিবারই সকলে মিলে বনগাঁ ও বাগদা এলাকা অভিযান চালাবেন জেলা পরিষদের সদস্যরা। এদিন দুপুরে সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, সহ সভাধিপতি বিনা মণ্ডল, অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান, উপাধ্যক্ষ তৃপ্তি ঘোষের উপস্থিতিতে ৯ জন কর্মাধ্যক্ষের নাম ঘোষণা করা হয়। এঁদের মধ্যে ৫ জন বিদায়ী বোর্ডের কর্মাধ্যক্ষ ও ৪ জন নতুন কর্মাধ্যক্ষ। এঁরা হলেন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গাইঘাটার অজিত কুমার সাহা। পূর্ত, কার্য ও পরিবহণের কর্মাধ্যক্ষ ব্যারাকপুরের দীপক লাহিড়ি। কৃষি, সেচ ও সমবায়ের কর্মাধ্যক্ষ রাজারহাটের জ্যোতি চক্রবর্তী। নারী, শিশু উন্নয়ন, ত্রাণ ও জনকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ রাজারহাটের জাহানারা বিবি। বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ বারাসাত-২ এর একেএম ফারহাদ। মৎস ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ কর্মাধ্যক্ষ সন্দেশখালি-২ এর শেখ সাহাজান। ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির কর্মাধ্যক্ষ দেগঙ্গার মফিদুল হক সাহাজি। খাদ্য ও সরবরাহের কর্মাধ্যক্ষ বসিরহাটের সাহানুর মণ্ডল এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, অথ্য ও ক্রীড়ার কর্মাধ্যক্ষ বাদুড়িয়ার বুরহানুল মোকাদ্দিম। কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব পেয়েই দপ্তরে গিয়ে সণবর্ধনা নেওয়ার পাশাপাশি কাজ শুরু করেন সকলেই।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পিচবোর্ডের গুদামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: শুক্রবার ভোরে ভয়াবহ আগুন লাগল ডানকুনির একটি পিচবোর্ডের গুদামে। দীর্ঘ চার ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কোন ও হতাহতের খবর নেই।

ডানকুনির মোল্লা বেড়ের দিল্লি রোডের পাশে একটি পিচবোর্ডের গুদামে এদিন ভোরবেলায় হঠাৎ আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভোরবেলায় হঠাৎই স্থানীয়রা ওই গুদামে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন। সেখান থেকেই দমকলের কাছে খবর দেওয়া হয় আগুন লাগার। ভোর চারটে নাগাদ এই আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পাওয়ার মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। প্রথমে ডানকুনির দমকলের ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তবে ওই গুদামের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে আগুন নিয়ন্ত্রণের কোনও রকম ব্যবস্থা ছিল না। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে পরিস্থিতি সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। তাই পরে শ্রীরামপুর থেকে আরও একটি দমকলের ইঞ্জিনকে নিয়ে আসা হয়।

ডানকুনি ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এম রহমান জানান, মূলত এই গোডাউনে বিপুল পরিমাণ কার্টুন মজুত ছিল। তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাশপাশি গোডাউনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও ঠিক নেই বলে জানান তিনি। তবে কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ।

বাঁকুড়ার মেধাবী মেয়ে ইন্দ্রাক্ষীর বিদেশে পাড়ি

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার সোনামুখীর ইন্দ্রাক্ষী মুখোপাধ্যায় পাড়ি দেবেন ইংল্যান্ডে। এবছর ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র দু'টি মেয়ে এই স্বপ্নের উড়ানে পাড়ি দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একজনই এই সাফল্য অর্জন করেছেন, সেটা সোনামুখীর ইন্দ্রাক্ষী মুখার্জি। অন্যজন হরিয়ানার। আগামীকাল অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর গ্রহণ করেছে বলে ইন্দ্রাক্ষীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার অতি প্রাচীন সোনামুখীর মতো ছোট্ট শহরের বছর তেইশের এক কন্যা ইন্দ্রাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী। সোনামুখী গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পাশ, তারপর বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং দুর্গাপুর গভর্মেন্ট কলেজ থেকে

ইন্দ্রাক্ষী পাড়ি দেবেন তাঁর স্বপ্নের উড়ানে ইংল্যান্ডে।

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ রিডিংয়ে ছয় বার ইন্টারভিউ এবং একবার টোয়েফেল পরীক্ষা দিয়ে চরম সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি। এবার তিনি বিদেশে পাড়ি দেবেন পিএইচডি করার জন্য। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে দু'জন মেয়ে এবার ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ রিডিংয়ে পিএইচডি করার চান্স পেয়েছেন। এমনকি ইংল্যান্ড সরকার ইংল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং কর্তৃপক্ষ ইন্দ্রাক্ষী মুখার্জির পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার সমস্ত দায়ভার জিওলজির ওপর বিএসসি করার পর মাস্টার ডিগ্রি শেষ করেন ওডিশার আইটিআই ভুবনেশ্বর থেকে। এরপরেও থেমে থাকেননি তিনি। ছোট থেকেই স্বপ্ন বিদেশ গিয়ে লেখাপড়া করে বড় হওয়া। অবশেষে তার এই স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে।

ইন্দ্রাক্ষীর পরিবারের লোকজন জানাচ্ছে, মেয়েকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হলেও তাঁদের গর্বে বুক ভরে উঠছে মেয়ের এই সাফল্যে। ইন্দ্রাক্ষীর এই সাফল্য যেন আরও একবার গর্বিত করে তুলল লালমাটির জেলা বাঁকুড়া এবং কালি কাত্তিকের শহর সোনামুখীকে।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ চাকরি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ২০০৯ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৫০৬ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশিকার পরও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩২৮ পাশ করা প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন চাকরি প্রার্থীরা। এর আগে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মিছিল ও অবরোধ করেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সঙ্গে নিয়ে চা ও চপ বিক্রি করে প্রতীকী প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা যায় চাকরিপ্রার্থীদের। ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সরকারে দেখার আশ্বাস দেওয়া হলে বিক্ষোভ উঠে যায়। এদিন বিক্ষোভের পর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও অভিযোগ জানানোর কথা বলেন আন্দোলনকারীরা। এক চাকরি প্রার্থী দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের প্রতি বঞ্চনা করা হচ্ছে। ডিভিশন বেঞ্চের রায়কেও মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের দাবি আগামী দিনেও না মানা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

ধর্মঘটে স্তব্ধ বেঙ্গালুরু, বাতিল অসংখ্য বিমান

বেঙ্গালুরু, ২৯ সেপ্টেম্বর: কাবেরী নদীর জল বণ্টন নিয়ে আপত্তি। তার জেরে ডাকা ধর্মঘটে শুক্রবার স্তব্ধ হয়ে গেল কর্নাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু। সেখনাকার কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দরে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ৪৪টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহনও স্তব্ধ হয়ে যায় এদিন। রাস্তায় ওলা, উবরের মতো ক্যাব পরিষেবা মেলেনি। এমনকী শপিং মল, সিনেমা হলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেঙ্গালুরুর বেশ কয়েকটি এলাকায় ১৪৪ ধারাও জারি রয়েছে।

অভিযোগ, কাবেরী নদীর জলের 'বড় অংশ' তামিলনাড়ুকে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে তুলে শুক্রবার ১২ ঘণ্টা কর্নাটকে ধর্মঘটের ডাক দেয় কন্নড়পন্থী কয়েকটি গোষ্ঠী এবং সে রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলি। কন্নড়পন্থী সংগঠন 'কন্নড় ওকুট্টা' এবং বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের এই বন্‌ধকে সমর্থন জানিয়েছে কর্নাটকের অটো রিকশা এবং হেল রাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন। অগস্টের গোড়ায় তামিলনাড়ু সরকার কর্নাটক থেকে প্রতিদিন কাবেরীর ২৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার জন্য আদালতে আর্জি জানায়। আদালতে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয় কর্নাটক সরকারও। কর্নাটক সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, তামিলনাড়ুর কাবেরী উপত্যকায় পানীয় জলের সঙ্কট মেটাতে এবং চাষাবাদের সুবিধার্থে তারা কিছু পরিমাণ জল ছাড়তে প্রস্তুত। কিন্তু কর্নাটক যে পরিমাণ জল ছাড়ার কথা জানিয়েছিল, তাতে সন্তুষ্ট হয়নি তামিলনাড়ু।

সম্প্রতি তামিলনাড়ুকে ১৫ দিনের জন্য পাঁচ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে কর্নাটককে নির্দেশ দিয়েছে কাবেরী জল বণ্টন পর্ষদ বা কাবেরী ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (সিডব্লিউএমএ)। এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি সুপ্রিম কোর্ট। তার পরেই নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে কর্নাটকে। কম বৃষ্টির কারণে এমনিতেই কর্নাটকের জলাধারগুলিতে জলাভাব দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি, জেডিএস-এর মতো কর্নাটকের বিরোধী দলগুলি।

প্রসঙ্গত, কাবেরী নদীর জলবন্টন নিয়ে তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকের বিবাদ পুরনো। দক্ষিণ ভারতের এই নদীটির কর্নাটকে উৎপত্তি। তার পর তামিলনাড়ুতে ঢুকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

বালুচিস্তানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ মৃত্যু ৫০ জনের, আহত শতাধিক

বালুচিস্তান, ২৯ সেপ্টেম্বর: ফের ধর্মীয় জমায়েতে বিস্ফোরণ। শুক্রবার পাকিস্তানের বালুচিস্তানে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫০ জনের। প্রাথমিকভাবে একে মানববোমার হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।

পাক সংবাদপত্র 'দ্য ডন' জানাচ্ছে গুরুতর আহতের সংখ্যা ১৩০-এরও বেশি। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক ডিএসপি-সহ বালুচিস্তান পুলিশের কয়েক জন কর্মী। মাস্তুংয়ের সহকারী কমিশনার (এসি) আত্তাহুল মুনিম জানিয়েছেন, আলফালাহ রোডে মদিনা মসজিদের সামনে ঈদ-ই-মিলাদুন উৎসবে আয়োজিত মিছিলের জমায়েতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বেশ কিছু যানবাহন এবং আশাপাশের কয়েকটি দোকানেরও ক্ষতি হয়েছে। মুহূর্তে চারদিক বদলে যায়। শুধু রক্ত আর রক্ত। আর মানুষের আর্তনাদ।

দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু হয়। আহতদের শহিদ নবাব ঘৌস বখ্‌শ রাইসানি মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। 'বালুচ ন্যাশনালিস্ট আর্মি' (বিএনএ), 'বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি' (বিএলএ)-র মতো স্বাধীনতাপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি ওই এলাকায় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বিদ্রোহীরাও সক্রিয়। সম্প্রতি পাক সেনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য স্বাধীনতাপন্থী বালুচদের সঙ্গে সমঝোতা করেছে টিটিপি। চলতি মাসের গোড়ায় মাস্তুংয়েই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন 'ইসলামাবাদপন্থী' জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম-এর ফজল নেতা হাফিজ হামিদুল্লা। তবে টিটিপি ঘটনার দায় অস্বীকার করে একটি বিবৃতি দিয়েছে।

মাস্তুংয়ের সহকারী কমিশনার আত্তাহুল মুনিম জানিয়েছেন, মিছিলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ডিএসপি গিশকোরির গাড়ি। আত্মঘাতী বোমারু ঠিক ডিএসপির গাড়ির পাশে এসেই বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণস্থলের বেশ কিছু ছবি এবং ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ছবি-ভিডিয়োতে বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে বেশ কিছু কটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ আহমেদ বুগতি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ধর্ম হয় না।'

প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালের ১১ অগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল দেশীয় রাজ্য কালাত। ১২ অগস্ট কালাতের শাসক মির সুলেমান দাউদ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতার মেয়াদ ছিল মাত্র ৭ মাস। ১৯৪৮-এর ২৭ মার্চ পর্যন্ত। বালুচিস্তানের মানুষের কাছে সেই দিনটা আজও যন্ত্রণার 'পরাধীনতা দিবস'! ৭ দশক আগে ওই দিনেই পাকিস্তানি সেনা দখল করেছিল বালুচিস্তান। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তৎকালীন শাসককে বাধ্য করেছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে। বালুচিস্তানের পরবর্তী ইতিহাস ফের নতুন স্বাধীনতার যুদ্ধের। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর কয়েক হাজার মানুষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার। পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বালুচিস্তান প্রাকৃতিক ভাবে সবচেয়ে সম্পদশালী। ধীরে ধীরে তা বেহাত হয়ে যাচ্ছে বালোচ নাগরিকদের। 'চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর' (সিপিইসি) তৈরির পরে গত কয়েক বছরে সেই লুট আরও বেড়েছে। ওই রাস্তা ব্যবহার করে ইসলামাবাদ এবং বেজিংয়ের শাসকেরা বালুচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করছে বলে 'বালুচ ন্যাশনালিস্ট আর্মি' (বিএনএ), 'বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি' (বিএলএ)-র মতো স্বাধীনতাপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির অভিযোগ।

আটক আমেরিকার সেনাকে মুক্তি দিল উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ২৯ সেপ্টেম্বর: অনুপ্রবেশের অভিযোগে ট্রাভিস কিংকে অবশেষে মুক্তি দিল উত্তর কোরিয়া। বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনের সরকার ট্রাভিসকে চিনের মাধ্যমে আমেরিকার কূটনৈতিক আধিকারিকদের হাতে তুলে দেয় বলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে।আমেরিকার এক সেনা আধিকারিককে উদ্ধৃত করে প্রকাশিত ওই খবরে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় (স্থানীয় সময়) সেনার বিশেষ বিমানে টেক্সাসের সামরিক ঘাঁটিতে পৌঁছান ট্রাভিস। টেক্সাসের একটি টিভি চ্যানেল এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে বিমান থেকে ট্রাভিসকে নামতে দেখা গিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৬.০৯.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১০৬-২৩-২৪। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/শিয়ালদহের অধীনে বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিযুক্ত গ্লুড জয়েন্ট প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৬০,৬৪,৭৮৪ টাকা। **ইএমডি:** ১,২১,৩০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১০৭-২৩-২৪। কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (২)/শিয়ালদহের অধিকাক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং অংশ সরবরাহ ও পরিদর্শন সহ অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি প্রক্রিয়া দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং। **টেন্ডার মূল্যমান:** ২,১২,৯৭,০৫২ টাকা। **ইএমডি :** ২,৫৬,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ২০.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট প্রতিটির জন্য। টেন্ডার নথিপত্র এবং বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-212/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইসকনের বিরুদ্ধে মন্তব্য, ১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর: ইসকনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধী। তাঁর দাবি, দেশের সবচেয়ে বড় প্রতারক সংস্থা হল ইসকন । এবার তাঁর বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করল সংস্থাটি। আগেই ইসকন জানিয়েছিলেন, মানেকা যে অভিযোগ করেছে তা 'ভিত্তিহীন ও মিথ্যে'। এবার দায়ের করল মামলা।

ইসকনের বিরুদ্ধে একটি ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'ইসকন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতারক। ওরা গৌশালা চালায় এবং সরকারের থেকে সুবিধা নেয়।' এরপর তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে ইসকনের অনন্তপুর গোশালা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা সকলকে বলেন। জানান, সেখানে তিনি যত গরু দেখেছেন সব কটিই দুগ্ধবতী। একটিও এমন কোনও গরু ছিল না যারা দুধ দেয় না। কোনও বাছুরও ছিল না। মানেকার কথায়, তার মানে বাকিদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ইসকন কসাইদের কাছে গরুগুলিকে বিক্রি করে দেয়। ওরা যতটা করে এমন আর কোনও সংস্থা করে না। এরপর ওরা রাস্তায় গিয়ে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' গায়। বলে বেড়ায় ওদের সমস্ত জীবন দুধের উপরে নির্ভরশীল। সম্ভবত, এত বেশি বাছুর অন্য কোনও সংস্থাই বিক্রি করে না।

তাঁর এই দাবি উড়িয়ে ইসকনের মুখপাত্র যুধিষ্ঠির গোবিন্দ দাস দাবি করেন, 'গরু ও ষাঁড়দের সারা জীবন ধরেই সেবা করা হয় এখানে। কখনওই তাদের কসাইদের কাছে বেচে দেওয়া হয় না।' এবার দায়ের হল মানহানির মামলা। ইসকনের দাবি, মানেকার এমন মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। এবং তা সংস্থাটির ভক্ত সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করেছে।ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস বলেছেন, দএকজন সাংসদ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কী করে কোনও প্রমাণ ছাড়াই এমন কথা বলতে পারেন ইসকনকে নিয়ে? উনি বলছেন, উনি নাকি অনন্তপুরের গোশালায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার লোকজন মনে করতে পারছে না কেব বিজেপি নেত্রী সেখানে গিয়েছিলেন।

যৌন সম্পর্কে সম্মতির বয়স১৬ হলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে

জানাল ল কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : যৌন সম্পর্কে সম্মতির বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করা যায় কি! জানতে চেয়েছিল কেন্দ্র। তবে আইন কমিশনের পরামর্শ, সেটা সঠিক হবে না। যৌন সম্পর্কে সম্মতির বয়স না কমানোই উচিত। আইন কমিশনের প্যানেলের তরফে জানানো হয়েছে, কিছু পরিস্থিতিতে সম্মতির বয়স ১৮ থেকে ১৬ বছর করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আইন সংশোধন প্রয়োজনীয়। ওই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে বিচার বিভাগের পথনির্দেশিকার প্রয়োজন।

প্রোটেকশন অব চাইল্ড ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্স বা পকসো আইনের অধীনে সম্মতির বয়স ১৮ বছর থেকে ১৬ বছর করা যায় কি না, তা জানতে চেয়েছিল কেন্দ্র। শুক্রবার ল কমিশনের তরফে জানানো হল, সম্মতির বয়স যদি কমানো হয়, তবে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বাল্য বিবাহ ও শিশু পাচার বাড়তে পারে।

গত বছরই ডিসেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছিলেন, পকসো আইনের অধীনে নানা ঘটনায় সম্মতির বয়স নিয়ে যেভাবে প্রশ্ন উঠছে, সেক্ষেত্রে সম্মতির বয়স ১৮ বছর থেকে কমিয়ে ১৬ বছর করা যায় কি না, তা সংসদের বিবেচনা করে দেখা উচিত। আইন মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২২তম আইন কমিশন বলেছিল, 'বর্তমান শিশু সুরক্ষা আইনগুলি পর্যালোচনা করে, শিশুদের উপর অত্যাচার, শিশু পাচার ও শিশুদের দিয়ে দেহ ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন রায় বিচার করে কমিশন মনে করে, পকসো আইনের অধীনে সম্মতির বয়স ১৮ বছর থেকে কমিয়ে ১৬ বছর করা সঠিক হবে না।'

কর্নাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রীতুরাজ অবস্তির নেতৃত্বে গঠিত প্যানেলের তরফে জানানো হয়, ১৬ থেকে ১৮ বছর-এই বয়সীদের মধ্যে যে অপরাধমূলক ঘটনাগুলি ঘটেছে, তা সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে এবং যাবতীয় পরামর্শ গ্রহণ করেই সম্মতির বয়স না কমানোর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

NOTICE INVITING e-TENDER

1) e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/092/ 1011/EO/ 2023-24 Dated-28/09/2023.
1) 2023_ZPHD_579811_1 to 14
Const. of Litchpit, Silt Chember and Tube well Platform at different Mouza at Samudragarh GP under Purbasthali-I P.S.
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity Srirampur, Purba Bardhaman.

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-41 of 2023-2024 Dated: 29.09.2023
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invites Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd./- **E.E. (Civil), ADDA, Asansol**

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas
On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 124/SGP/23-24 (08 NOS of Tubewell** with Soak-pit), 125/SGP/23-24 (2 NOS B.P. Road) Dated 29/09/2023) within the GP area. The last bid submission date is 0**7/10/2023 till 5.00 P.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**

S/d Pradhan,
Sridhanrnagar GP

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 09 nos. (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **27/09/2023 to 11/10/2023. Vide NIT- 05/ PMKSY-WDC 2.0 / 04 /Jhalda-II-NRM /2023-24.**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Assistant Director of Agriculture Jhalda II Block, & PIA, Sahahar-Mamudih Watershed Purulia

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Construction/ Renovation/ Repairing of Toilet Room, Shed, Faculty Room & Roof, Hallroom, New Gate & Cycle Parking Shed, Boundary/Partition Wall & Water Reservoir at Various School under Baranagar Municipality", **NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT-72 (eSCHOOL)/ 2023-24 Dated: 26/09/2023, Tender ID No. 2023_MAD_578026_1 To 2023_MAD_578026_ 10.** Bid submission of end date (Online) is **10.10.2023 up to 1.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
CORRIGENDUM NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা, সাইকেল শেড ও নলকূপ নির্মান কাজের জন্য (15thFC Tied Untied Fund & PBG হইতে) দরপত্র আহ্বান করিয়াছিল, তাহার NIT No. WB/S24 PGS/MATH-II/DBGP/15thFC/ TUBEWELL/E-NIT-04/2023-24, Date 23/09/2023 WB/S24PGS/ MATH-II/DBGP/15thFC/ROAD/ E-NIT-05/2023-24, WB/S24PGS /MATH-II/DBGP/PBG FUND/ ROAD/E-NIT-06/2023-24 & 233/ DBGP/15th FC UNTIED FUND 1st INS 2023-24/CYCLE STAND / NIT-07/2023-24, Date-26/09/ 2023। Online Notice সংক্রান্ত কিছু তথ্য ভুল থাকার কারনে CORRIGENDUM NOTICE করা হইল। সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in**যোগাযোগ করুন।
প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

Shankarpur-I Gram Panchayet
Shankarpur, Baruipur, 24 Parganas (S), 743610
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the experienced bidders for execution of different works vide **NIT No.: i) 15 (Sl.- 1-3), ii) 16 (Sl.- 1-2) & iii) 17 (Sl.- 1) and Memo No.: 258, 259 & 260/SGP-I/2023, Date: 29.09.2023.** Fund Name: 15th FC (Untied, 1st installment of 2023-24 and 2nd installment of 2022-23). Date of Publish of Tender: **29.09.2023 from 05:30 PM.** Last Date of Submission: **10.10.2023 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender: **12.10.2023 at 02:00 PM.** For details information visti **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Shankarpur-I Gram Panchayat

'ইন্ডিয়া'র স্বার্থে অসমে তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতোয় রাজি কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর: বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের স্বার্থে অসমে তৃণমূল কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে কোনও সমস্যা নেই কংগ্রেসের। প্রাথমিকভাবে এমন ইঙ্গিত দিল কংগ্রেস।

সম্প্রতি কলকাতা গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করেছেন দলের অসম রাজ্য সভাপতি রিপুন বোরা। সেখানেই কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অসমে প্রার্থী দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, দুই থেকে পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিতে চাইছে তারা। অসম থেকে সে খবর এসে পৌঁছেছে দিল্লিতেও। প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসের এই বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই। তারা শুধু দেখতে চাইছে তৃণমূল কটি আসন চাইছে।মুম্বইয়ে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই দ্রুত আসন সমঝোতার দাবি তুলেছিল। যাদের মধ্যে সব থেকে বেশি সোচ্চার ছিল তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, শিব সেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী)-র মতো দলগুলি। তাদের বক্তব্য, আসন সমঝোতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলে এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে নির্বাচনী বৈতরণিতে। যদিও কংগ্রেস 'ধীরে চলো' নীতি নিতে চাইছে। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য, বছর শেষে হতে চলা পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে ভাল ফল করতে পারলে আসন সমঝোতার বৈঠকে বেশি করে দর কষাকষি করতে পারবে তারা।এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার অভিষেক-রিপুন বৈঠককে বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখছে রাজনৈতিক মহল। নিজেদের রাজ্যের বাইরে গিয়ে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাওয়াকে কংগ্রেস কীভাবে নেবে, তা যে 'ইন্ডিয়া'-র ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে বড় ভূমিকা নেবে, তেমনটাই বিশ্বাস বিশেষজ্ঞদের। প্রাথমিকভাবে অসম থেকে কংগ্রেসের এক সর্বভারতীয় নেতা এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তৃণমূল যদি অসমে প্রার্থী দিতে চায়, তবে তাতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কংগ্রেসের একটি সূত্রের খবর, কোনওরকম শর্ত ছাড়াই গত বার কংগ্রেসের না জেতা দুই বা সর্বোচ্চ তিনটি আসন ছেড়ে দিতে মল্লিকার্জুন খাড়গে-রাহুল গান্ধীদের কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু তৃণমূল যদি পাঁচটি আসন দাবি করে বসে, তখনই শুরু হবে দর কষাকষির পালা। কংগ্রেস মনে করছে, সন্তোষমোহন দেব-সুস্মিতা দেবদের শিলচর এবং অসম রাজ্য সভাপতির এলাকা তেজপুর আসন দাবি করতে পারে তৃণমূল।১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত শিলচর ছিল কংগ্রেসের দখলে।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং : জিইএম/২০২৩/বি/৩৯৯৯৭২০, তারিখ ২৬.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিইএনএইচএম, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন : **কাজের বিবরণ :** পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক - হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্স;প্ল্যাটফর্ম ১৭ থেকে ২৩-এর মধ্যে বাফার পয়েন্ট এইচডব্লুএইচ প্রান্ত থেকে পিএফ ২২, ২৩-এর সামনে কনকোর্স এলাকা সহ সকল প্ল্যাটফর্মের ড্রাই স্যুইপিং এবং আবর্জনা অপসারণ, বাফার পয়েন্ট এইচডব্লুএইচ প্রান্ত থেকে পিএফ ১৭ থেকে ২৩-র মধ্যের সকল প্ল্যাটফর্ম ধোয়া, যাতে প্ল্যাটফর্ম ২২, ২৩-এর সামনের কনকোর্স এলাকায় থাকবে, সকল প্ল্যাটফর্মের এইচপিজে মেশিন দিয়ে ধোয়া, পিএফ ২১ থেকে ২৩-এর মধ্যে বাফার পয়েন্ট এইচডব্লুএইচ প্রান্ত থেকে পিএফ ২-এর সামনে কনকোর্স এলাকা সহ সকল কোটা পাথর, গ্র্যানাইট আর মোজেক ফ্লোর এলাকার স্ক্রাবিং, পিএফ ১৭ থেকে ২৩ পর্যন্ত সকল ট্র্যাক এলাকার ড্রাই ক্লিনিং এবং আবর্জনা তুলে মনোনীত ভ্যাটে জঞ্জালের অপসারণ, পিএফ ১৭ থেকে ২৩-এর মধ্যে এইচপিজে মেশিন দ্বারা সকল ট্র্যাক এলাকা, ধোয়ার উপযুক্ত অ্যাপ্রন ধোয়ার সাথে সাথে প্রস্থানের পর নাইট সয়েল পরিষ্কার করতে হবে, পিএফ ১৭ থেকে ২৩-এর মধ্যে সকল নালি থেকে নোংরা এবং আবর্জনা পরিষ্কারকরণ এবং সেগুলি তুলে স্টেশন পরিসরের মনোনীত ভ্যাটে আবর্জনা অপসারণ। ক. পিএফ ১৭ থেকে ২৩-এর মধ্যে সকল জল বুথ পরিষ্কারকরণ রিএজেন্ট যেমন সাবান মার্বো কেয়ার ইত্যাদি দিয়ে এইচপিজে মেশিন দিয়ে ধোয়া, খ. পিএফ ২১ এবং ২২-এর মধ্যে ক্যাব রোডের ড্রাই স্যুইপিং এবং মনোনীত ভ্যাটে জঞ্জাল অপসারণ, পিএফ ২১ ও ২২-এর মধ্যে ক্যাব রোড ধোয়া এবং কেবলমাত্র রাতে মনোনীত ভ্যাটে জঞ্জাল অপসারণ; পিএফ-এর মধ্যে ক্যাব রোড ধোয়া, পিএফ ১৭ থেকে ২৩-এর মধ্যে মানুষের উচ্চতা সমান পিলার বেস আর গ্র্যানাইটের দেওয়ালগুলো ধোয়ার সাথে সাথে পোস্টার সরানো, এইচডব্লুএই পার্সেল এলাকার পূর্ব ও দক্ষিণ রেলওয়ে প্রান্তে শেডস গুদাম সহ সার্কুলেটিং এলাকার ড্রাই স্যুইপিং আর মনোনীত ভ্যাটে জঞ্জাল অপসারণ, নিউ পাওয়ার হাউস ভবনের ভিতরের এলাকায় ভবনের সিঁড়ি সহ সমতল তলের ড্রাই স্যুইপিংয়ের সাথে নিউ পাওয়ার হাউস ভবনের সম্পূর্ণ পরিসর সহ ৭ শৌচালয় আর ১৫ মূত্রালয়ের পরিষ্কারকরণ, হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স স্টেশনের স্টেশন পরিসরের সকল কার্যালয়, স্টেশন ভবন, পিএফ শেড ইত্যাদি থেকে মাকড়সার জাল পরিষ্কার করা, সংগ্রহ ও অপসারণ জঞ্জাল পরিচালন পরিষেবা - ডাস্টবিন, শুকনো জঞ্জাল পরিষ্কারকরণ এবং প্রতিদিন একবার প্লাস্টিক জঞ্জাল ব্যাগ বদল করার সাথে সাথে মনোনীত ভ্যাটে জঞ্জাল অপসারণ। **অনুমিত বিড মূল্য :** ৪,৭৫,৩৬,৬৫৯ টাকা। **ইএমডি রাশি :** ৩,৮৭,৭০০ টাকা। **বিড শেষের তারিখ/সময় :** ১৯.১০.২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৮টা। **বিড খোলার তারিখ/সময় :** ১৯.১০.২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৮.৩০ মিনিট। **বিড অফারের বৈধতা :** ৯০ দিন। **চুক্তির মেয়াদ :** ২ বছর ১ দিন। (HWH-270/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIT No. SFDC/MD/ NIT-23(e)/2023-24
SFDC Ltd. invites e-tender for the work **"Preparation of 5 (five) nos. detailed Project Reports for Construction of fish market at Halisahar Municipality, Nabadwip Municipality, Nanoor Pachayat Samity, Sainthia Municipality & Rampurhat Municipality".** Bid submission end date on **09/10/2023 up to 2.00 p.m.** Technical Bid opening date on **11/10/2023 at 2.00 p.m.** For details please visit our website: **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites e-tender vide **NIT No. Pant/NIT/381/2023, Pant/NIT/ 382/2023, Pant/NIT/383/2023, Pant/NIT/384/2023, Pant/NIT/ 385/2023, Pant/NIT/ 386/2023, Pant/NIT/387/2023, Dated 29/09/2023.** Last date of submission of Bid through online **10/10/2023 upto 11 AM.** For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in.**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং, ই-টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(১) টিআরএস-এসআরসি- আরএডি-আরইপি-২৩-১৬৩৫।** ইএলএস/এসআরসি/ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের লোকো ট্রান্সফরমার রেডিয়েটর মেরামতি/পুনর্বাসন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ৪,৪৮,২২৩.০২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৯,০০০ টাকা। **(২) টিআরএস-এসআরসি-লোকোপেইন্ট-২৩-১৬৩৪।** ইএলএস/এসআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ডব্লুএপি-৪-এর লোকোমোটিভ রং করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ১৩,৮৭,০১২.২০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **যোগ্যতা শর্তাবলিঃ** আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি দেখুন। **খোলার তারিখ ঃ** ২৫.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২৪ মাস। **দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২৫.১০.২০২৩ তারিখের বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ, সংশোধনী এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব ও টেন্ডার নথির মূল্য ও প্রদেয় বায়না অর্থ দাখিলের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে টেন্ডার পুস্তিকা প্রদান ও গ্রহণ করা হবে না। **(PR-652)**

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 31 Nos. scheme vide **NIT No.: i) 198/MGP/2023, ii) 199/MGP/2023 & iii) 200/ MGP/2023, Date: 29.09.2023** under 15 FC Tied & Untied fund. Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start Date: **30.09.2023 from 09:00 AM** and Closing Date (Online): **11.09.2023 up to 02:00 PM.** BID Opening Date (Online): **13.09.2023 at 02.00 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in**. **(Tender Code: 2023_ZPHD_580534, 580585 & 580805)** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Mallickpur Gram Panchayat

Bandul-II Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kasthakurumba, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: BAND-II/414 & NIT No.: BAND-II/e-NIT-02/2023-24 (Sl.-1 to 3), Date: 29.09.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **30.09.2023 from 10:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **06.10.2023 up to 18:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **09.10.2023 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Bandul-II GramPanchayat

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) under **PBG (ISGPP-2) & PBG (SFC) Fund** vide **NIT No.: 354/KGP/ 2023 (Sl.- 01-02) & 355/KGP/2023 (Sl.- 01-02), Date: 29.09.2023.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **29.09.2023 at 06:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **09.10.2023 up to 06:30 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **10.10.2023 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **13.10.2023 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

সুপার সিক্সের ম্যাচে বাগানের বিরুদ্ধে জয়
টানা তৃতীয় বার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন মহামেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করল মহামেডান স্পোর্টিং।

শুক্রবার সুপার সিক্সের ম্যাচে সাদা-কালো শিবির ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগানকে। আর তার ফলে টানা তৃতীয় বার লিগ জয়ের নজির গড়ল সাদা-কালো ব্রিগেড। লিগের রংও সাদা-কালো। এবারের লিগে মহামেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলে এসেছে প্রথম থেকে। শেষ ম্যাচেও মহামেডান প্রাধান্য রেখে জিতল।

শুক্রবার ১২ মিনিটে মহামেডান শিবিরকে এগিয়ে দেন রেমসাঙ্গা। কর্নার থেকে নেওয়া তাঁর হেড মোহনবাগানের জালে জড়িয়ে যায়। এক গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পরে ম্যাচে ফিরে আসার চেষ্টা করে সবুজ-মেরুন। কিন্তু মহামেডানের হয়ে ৩৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ডেভিড। এবারের লিগে অপ্রতিরোধ্য ডেভিড।

তাঁকে থামানোই যাচ্ছে না। এদিনও গোল করায় লিগে ডেভিডের গোলসংখ্যা হয়ে গেল ২১। এর আগে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত টানা কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিস মহামেডান স্পোর্টিং।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য গোল সংখ্যা আর বাড়েনি সাদা-কালো শিবিরের। এদিনের ম্যাচের উপরে নির্ভর করেছিল ইস্টবেঙ্গলেরও ভাগ্য। ম্যাচটা ড্র হলে বা মোহনবাগান জিতলে, লাল-হলুদের সামনে লিগ জয়ের একটা সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু মহামেডান এদিন জিতে যাওয়ায় লিগ জয়ের আর কোনও সম্ভাবনাই নেই ইস্টবেঙ্গলের। লাল-হলুদের বাকি তিনটি ম্যাচ নিয়মরক্ষার হয়ে গেল।

এশিয়ান গেমসে একটা সোনা সহ চারটি পদক, ১৮ বছর বয়সেই সাফল্যের রাজপথে ইশা সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসে একের পর এক পদক জিতে চলেছে ভারত। শুক্রবার বেশ কয়েকটি পদক জিতেছে দেশ। বিশেষ করে শুটিংয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে টিম ইন্ডিয়া। সে মহিলাদের হোক কিংবা পুরুষদের। উভয় দলই বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেছে তারা। এবার মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে পদক জিতলেন পলক এবং ইশা।

পলক গুলিয়া ও ইশা সিং ১০মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে জিতলেন যথাক্রমে সোনা ও রুপো। টপ পোডিয়ামের লড়াইয়ের জন্য দুই ভারতীয়র মধ্যে লড়াই ছিল শেষ পর্যন্ত। শেষ হাসি হাসেন পলক। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন পাকিস্তানের তালাত কিসমালা। তবে উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল, এবারের এশিয়ান গেমসে একাধিক পদক জিতেছেন ভারতীয় শুটার ইশা সিং। যার মধ্যে ব্যক্তিগত ইভেন্টেও পদক জিতেছেন।

গত বুধবার এশিয়াডে ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জেতেন ইশা। সেটি ছিল দলগত ইভেন্ট। পাশাপাশি ২৫ মিটার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপো জেতেন ইশা। শুধু তাই নয়, ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুপো জেতেন। এবার দলগত ইভেন্টে ফের পদক। স্বাভাবিক ভাবেই শুটিংয়ে একাধিক পদকে দেশকে সমৃদ্ধ করছেন তারা। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি হায়দরাবাদে জন্ম ইশার। ৯ বছর বয়স থেকে শ্যুটিং খেলা শুরু করেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে রাজ্য-স্তরের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। এরপর একেরপর এক সাফল্য পেয়ে এগিয়ে যান। এবার এশিয়াডেও সাফল্য পেলেন তিনি। তাঁর আসল লক্ষ্য অলিম্পিক্সে পদক জয়। আর সেই টার্গেট নিয়েই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান তিনি। এশিয়াডে এই সাফল্য অলিম্পিক্সে ভারতকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস জোগাবে বলে মনে করছে শুটিং মহল।

অন্যদিকে হায়দরাবাদের এই শুটারের সাফল্যে প্রশংসা করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। এছাড়াও অনেকেই তাঁর এই সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে শুটিংয়ে ভারতের এই সাফল্যে খুশি প্রত্যেকে। এদিন শুধু মেয়েরাই এশিয়াডে শুটিংয়ে পদক পায়নি। পাশাপাশি ছেলেরাও পদক পেয়েছেন। শুক্রবার পলকেরা পদক জেতার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতকে সোনা এনে দেন ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর, কুশল স্বপ্নিল এবং অখিল শিয়োরান। বিশ্বরেকর্ড গড়ে ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে সোনা ভারতের। শুটিং থেকে এবারের এশিয়ান গেমসে ১৫তম পদক জিতল ভারত।

এমনকী বৃহস্পতিবারও শুটিং থেকে সোনা জিতেছিল ভারত। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা এনে দিয়েছিলেন রবজ্যোৎ সিং, শিবা নারওয়াল ও অর্জুন সিংহ চিমা। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন তাঁরা।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন দেখছে নেদারল্যান্ডসও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৪ বার বিশ্বকাপ খেলে ২০ ম্যাচের ১৮টিতেই হার, জয় মাত্র ২টিতে। বর্তমানে আইসিসি ওয়ানডে র্যা ঙ্কিংয়ে অবস্থান ১৪ নম্বরে। অতীত বা বর্তমান;কোনোটি পক্ষে না থাকলেও এবারের বিশ্বকাপ আসর নিয়ে উচ্চাশা আছে নেদারল্যান্ডসের। শুধু অংশগ্রহণ বা খেলা উপভোগ করতে নয়, সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্য নিয়েই বিশ্বকাপে খেলতে নামবে ডাচ্ রা।

নেদারল্যান্ডস এবারের বিশ্বকাপে জায়গা করেছে বাছাইপর্বের মাধ্যমে। জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত সে টুর্নামেন্টে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে আর আয়ারল্যান্ডের মতো আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলো। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারত বিশ্বকাপের টিকিট কাটে নেদারল্যান্ডস। ২০১১ সালের পর আবার বিশ্বকাপে দেখা যাবে ডাচ্ দের। ভারতে ডাচ্ রা গেছে বড় স্বপ্ন নিয়েই। এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেদারল্যান্ডস কোচ রায়ান কুক বলেছেন, তাঁর দল বিশ্বকাপের লিগ পর্বে ৫ থেকে ৬টা ম্যাচ জিততে চায়, 'আমরা বড় আশা নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি। আমরা কয়েকটা বড় ধরনের পারফরম্যান্স দেখাতে চাই, যেগুলো আমাদের জয় নিয়ে আসবে। সেমিফাইনালে যেতে যে ৫ থেকে ৬টা জয় লাগে, সেটা পেতে আমরা সর্বোচ্চটা দিয়েই খেলব।' ২০১১ সালের ১৪ দলের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে নেদারল্যান্ডস ৬ ম্যাচ খেলেছিল। ২০১৯ থেকে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১০ দল নিয়ে। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির হওয়ায় প্রতিটি দলই খেলার সুযোগ পাচ্ছে ৯টি ম্যাচ করে। যে কারণে পয়েন্ট তালিকার সেরা চারে থাকতে ৫ থেকে ৬ ম্যাচে জিততেই হবে, এমন

ধরা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড অবশ্য প্রতিটি ম্যাচই জিততে চাওয়ার কথা বলেছেন। আর সেটা তাঁর দল পারবে বলে তিনি আশাবাদীও, 'বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া এবং খেলা উপভোগ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোনো মানে হয় না। আমরা চেষ্টা করব প্রতিটি ম্যাচই যেন জিততে পারি। আশা করি, আমরা সেটা পারব।'

নেদারল্যান্ডসের সবশেষ বিশ্বকাপ খেলার পর এক যুগ পেরিয়ে গেছে। এখন লড়াইটা আগের চেয়ে কঠিন হবে বলেও বিশ্বাস করেন ও'ডাউড। তবে দল হিসেবেও তারাও যে এগিয়েছে, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'অবশ্যই আমাদের পথচলা খুবই কঠিন হতে পারে। কারণ, বিশ্বের সেরা কয়েকটি দলই এখানে খেলতে নামবে। তবে আমাদের দলটিও কিন্তু আমাদের ইতিহাসের অন্যতম সেরা।' টুর্নামেন্টে ডাচ্ রা কেমন করবে, সেটি হয়তো পরে বোঝা যাবে। তবে এরই মধ্যে একটা জায়গায় সবার চেয়ে এগিয়ে গেছে নেদারল্যান্ডস। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে সবার আগে ভারতে পা রেখেছে নেদারল্যান্ড। ২০ সেপ্টেম্বর ভারতে পৌঁছে কর্নাটকে ক্যাম্প করে তারা। অবশ্য বাছাইপর্বের পর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগও পায়নি দলটি। বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের অভিযান শুরু হবে ৬ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এর আগে ৩০ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া ও ৩ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ডাচ্রা।

টেনিসে সোনার হাতছানি, মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে বোপান্না-ঋতুজা

হানঝাউ: উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ইউএস ওপেনে এগিয়ে ছিলেন আরও একধাপ। ৪৩ বছর বয়সেও যে সাফল্য মিলতে পারে, প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি। সেই রোহন বোপান্না এশিয়ান গেমসের মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে। ঋতুজা ভোসলেকে সঙ্গে নিয়ে এশিয়ান গেমসের আরও এক সোনার খোঁজে দুরন্ত বোপান্না। চার বছর আগে জাকার্তায় দ্বিবিজ শরণকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেদের ডাবলসে জিতেছিলেন সোনা। এ বার অবশ্য য়ুকি ভামব্রি ছিল তাঁর পার্টনার। বেশি দূর এগোতে পারেননি। সেই আক্ষেপ মিক্সড ডাবলসে মিটিয়ে নিতে চাইছেন বোপান্না।

প্রথম সেটটা প্রাধান্য রেখেই জিতেছিলেন বোপান্না-ঋতুজা। চিনা তাইপে জুটি চিং হাও এবং হাসিও ইউ কার্যত কিছুই করতে পারেননি। ১-৬ হেরে বসেন। পরের সেটে প্রবল ভাবে ফিরে আসে চিনারা। ৬-৩ জিতে নিয়ে পাল্টা চাপও তৈরি করেন ভারতীয় জুটির উপর। দ্বিতীয় সেটে বোপান্না-ঋতুজা সে ভাবে মেলে ধরতে পারেননি নিজেদের। মনে হয়েছিল এখান থেকে হয়তো ম্যাচটাই হারিয়ে বসবেন তাঁরা। তৃতীয় সেটে কিন্তু বোপান্না আর ঋতুজা কোনও ভুল করেননি। ১০-৪ জিতে নেন। এক ঘণ্টা ১২ মিনিটের ময়াচে বোপান্নাকে অবশ্য আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। সেমিফাইনালের তৃতীয় সেটটা জিততে বেশি সময়ও নেননি তাঁরা। মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে ভারত আবার চিনা তাইপের প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে। ছেলেদের ডাবলসে রামকুমার রামানাথন ও সাকেত মেইনানিরা হেরেছেন চিনা তাইপে জুটির কাছেই। ফলে বোপান্নাদের এই ফাইনাল সোনা লক্ষ্য যেমন, বদলারও। এশিয়ান গেমসে নবম বাছাই এন শাও লিয়াং-সাং হাও হুয়াং জুটি। তাঁরাই চমকে দিয়ে উঠেছেন ফাইনালে। বোপান্না-ঋতুজা জুটি আবার দ্বিতীয় বাছাই। ফলে মিক্সড ডাবলসের ফাইনাল যে কঠিন হতে চলেছে, সন্দেহ নেই। টেনিস জীবনের একেবারে প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বোপান্না। এ বারই শেষ খেলে ফেলেছেন ডেভিস কাপ। হয়তো আগামী বছরের প্যারিস অলিম্পিকে দেশের হয়ে শেষবার খেলতে যাবে তাঁকে। ভারতের জার্সি তুলে রাখার আগে এশিয়ান গেমসে সোনার স্বাদ পেতে চান বোপান্না।

মিশন বিশ্বকাপ, ওয়ার্ম আপ ম্যাচের জন্য গুয়াহাটিতে বিরাট-রোহিতরা

সূত্রের খবর, ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা গুয়াহাটিতে ব্যাডিসব ব্লু হোটেলে থাকবেন। সোশ্যাল মিডিয়া ড এ সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের শেয়ার করা এক ভিডিয়োত দেখা গিয়েছে ইংল্যান্ড টিমের সদস্যদের সঙ্গে গুয়াহাটি পৌঁছেছেন ভারতের ওপেনার শুভমন গিল।

গুয়াহাটি: শুরু হতে চলেছে মেন ইন ব্লুর মিশন বিশ্বকাপ। এ বার ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলতে গুয়াহাটি পৌঁছে গেল ভারতীয় টিম। চলতি সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। এ বার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপই ফোকাস রোহিত শর্মার ভারতের। আগামিকাল গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলবে ভারত। বিশ্বকাপের আগে ২টি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলার কথা ভারতের।

মেন ইন ব্লুর গুয়াহাটিতে পৌঁছনোর ভিডিয়ো বিসিসিআই তাদের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ড এ শেয়ার করেছে। আজ, টিম ইন্ডিয়ার অপশনাল ট্রেনিং রয়েছে। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে প্রথম ওয়ার্ম আপ ম্যাচের পর ভারতীয় টিম যাবে তিরুবনন্তপুরমে। সেখানে গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। পরপর ২টি ওয়ার্ম আপ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের জন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারতে চায় ভারত।

জস বাটলারের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড টিম পৌঁছে গিয়েছে ভারতে। সূত্রের খবর, ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা গুয়াহাটিতে ব্যাডিসব ব্লু হোটেলে থাকবেন। সোশ্যাল মিডিয়া ড এ সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের শেয়ার করা এক ভিডিয়োত দেখা গিয়েছে ইংল্যান্ড টিমের সদস্যদের সঙ্গে গুয়াহাটি পৌঁছেছেন ভারতের ওপেনার শুভমন গিল। এ বারের বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। অজিদের বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া ওডিআই বিশ্বকাপে খেলেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। গতকাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল বিশ্বকাপের স্কোয়াডে কোনও পরিবর্তনের শেষ দিন। তাতে একটি পরিবর্তন করেছে ভারত। চোট পাওয়া অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলের জায়গায় ভারতের বিশ্বকাপ টিমে প্রবেশ করেছেন রবি অশ্বিন। ৫ অক্টোবর বিশ্বকাপ শুরু হবে এবং ভারতের সফর শুরু হবে ৮ অক্টোবর। সেই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া।

অল্পের জন্য হল না সোনার হ্যাটট্রিক, ৫০ মিটার প্রোনে রুপো ঐশ্বর্যর

হানঝাউ: অল্পের জন্য এ বারের এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে হ্যাটট্রিক হল না ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং টোমারের। পুরুষদের ৫০ মিটার থ্রি-পজিশন প্রোনে রুপো পেলেন ভারতীয় শুটার ঐশ্বর্য। এর আগে পুরুষদের ৫০ মিটার থ্রি-পজিশন প্রোনের টিম ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন ঐশ্বর্য- স্বপ্নিল-অখিলরা। ব্যক্তিগত বিভাগে ঐশ্বর্যর সঙ্গে ছিলেন স্বপ্নির কুসালেও। দুরন্ত ছন্দে থেকে শুরু করেছিলেন স্বপ্নিল। শেষ অবধি অবশ্য পদক অধরা রইল তাঁর। তিনি শেষ করলেন চার নম্বরে।

পুরুষদের ৫০ মিটার থ্রি-পজিশন প্রোনের ফাইনালে প্রথম ৫ শটের পর তিন নম্বরে ছিলেন স্বপ্নিল ও আট নম্বরে ঐশ্বর্য। ১০ শটের পর স্বপ্নিল পৌঁছে যান ২ নম্বরে এবং ঐশ্বর্য ৬ নম্বরে। ১৫ শটের পর অবশ্য স্বপ্নিল তিনে নেমে যান। ঐশ্বর্য অবশ্য ছয় নম্বরেই ছিলেন। ২৫ শটের পর স্বপ্নিল পৌঁছে যান এক নম্বরে। ঐশ্বর্য তখনও ছিলেন ছয়ে। ৩০ শটের পর ৩১০.৮ পয়েন্ট তুলে শীর্ষেই ছিলেন স্বপ্নিল, আর ৫-এ ওঠেন ঐশ্বর্য। টানটান ফাইনালে ৩৫ শটের পর ৩৬১.৩ পয়েন্ট তুলে শীর্ষস্থান ধরে রাখেন স্বপ্নিল। এবং ঐশ্বর্য উঠে আসেন তিন নম্বরে। ৩৫৮.১ পয়েন্ট নিয়ে চিনা শুটারের সঙ্গে যৌথভাবে তিনে ছিলেন ঐশ্বর্য। অবশ্য শেষ অবধি কোনও পদকই ধরা দিল না স্বপ্নিলের রাইফেলে। অবশ্য ৪৩ শটের পর ৪৩৯.৭ পয়েন্ট তুলে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন ঐশ্বর্য। ৪৩৮.৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে শেষ করেন স্বপ্নিল। সোনা জিতেছেন চিনের লিনসু। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন চিনের তিয়ান জিয়ামিং। ২০০৬ সালে দোহা এশিয়ান গেমসে চারটে পদক জিতে রেকর্ড করেছিলেন যশপাল রানা।

তাঁকে সকালে ছুঁয়েছিলেন এষা সিং। এ বার সেই একই রেকর্ড ছুঁলেন ভারতীয় শুটার ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং টোমার। এ বারের এশিয়ান গেমসে এখনও অবধি ২টি সোনা, ১টি রুপো এবং ১টি ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ঐশ্বর্য। আপাতত চলতি এশিয়াডে ভারতে মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল ৩২টি।

সৌরভের বায়োপিকে নায়ক আয়ুষ্মান, নিজে মুখে জানিয়েও ধোঁয়াশা রাখলেন মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেট দলে এখনও অবধি যতজন অধিনায়ক থেকেছেন, সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক হিসাবে বারবার আলোচিত হয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়েরও প্রেসিডেন্ট পদে থেকেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই সৌরভের বায়োপিক নিয়ে কথা হচ্ছে। পর্দায় কে হবেন সৌরভ, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

অবশেষে সে প্রসঙ্গে নিজেই মুখ খুললেন সৌরভ। বৃহস্পতিবার তিলোত্তমায় নিজের বায়োপিক '৮০০'-র প্রচারে এসেছেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরলীধরন। তাঁর বায়োপিকের প্রচারের এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে সৌরভ নিজের বায়োপিকের নায়ক কে হবেন তা জানিয়েছেন। সৌরভ নিজের বায়োপিকের মুখ্য চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি জানি আয়ুষ্মান খুরানা করছেন। তবে এখনও সই হয়নি, কথাবার্তা চলছে।'

গত ছয় মাস ধরেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে চর্চার তুঙ্গে।

দাদাগিরি রিয়্যালিটি শোয়ের ১০তম সিজনে এই প্রসঙ্গে মুখও খুলেছিলেন বাংলার দাদা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নিজের চরিত্রে পর্দায় তিনি কাকে দেখতে চান, এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁকে। একই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন ডোনা

গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই শোনা যায় বলিউডের অন্দরমহলে এই বায়োপিক নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, রণবীর কাপুরের কাছে এই ছবির প্রস্তাব পৌঁছে গিয়েছে। তবে এবার সামনে আসলেও আসল নাম। না, কাপুর পরিবারের কাছে নয়, বরং এই ছবি প্রস্তাব পেলেন আয়ুষ্মান খুরানা। আয়ুষ্মান খুরানা বরাবরই খুব ভাল ক্রিকেট খেলতে পারেন। আর এই ছবিতে নির্বাচন হওয়ার জন্য প্রাথমিক শর্ত ছিল এটাই। অভিনয়ের দিক থেকেও আয়ুষ্মান খুরানা কোনওদিন কোনও খামতি ছাড়েননি, তাই এবার প্রযোজক থেকে পরিচালক, সকলেই আস্থা রাখছেন আয়ুষ্মান খুরানোর উপরে। কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি রাখছেন সেই ভরসা? মহারাজের বৃহস্পতিবারের বক্তব্যেও যেন কিছুটা ধোঁয়াশা থেকেই গেল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**